নির্ব্বাসিতের বিলাপ।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক
প্রণীত।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

কলিকাতা,

৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৮।

উৎসর্গ পত্র।

হে সারদে! আসিবে কি বারেক জননি!
অকৃতি পুত্রের কাছে। কত রত্ন মণি
দিয়াছ মা দয়াময়ি! পূর্ব্ব-কবিগণে,
চাহি না জননি! আমি তোমার সদনে,
চাহি না মা সে সকল। আশা একবার
গাঁথিব কোমল গুণে কবিতার হার।
নাহি কাব্য ফুল-বন; তোমারে তুষিতে
মধুর মধুর চক্র নারিব রচিতে;
গৌড় জন যাহে সুধা পিয়ে নিরন্তর।
হয়ত এতুচ্ছ মালা, বঙ্গবাসি নর,
ঘৃণাতে চরণে ঠেলে দিবেক ফেলিয়া,
চিরদিন ধরাতলে থাকিবে পড়িয়া।
হে শ্রীশ! তুমিরে ভাই কর পরিধান;
গেঁথেছি যতনে ভাই! রাখরে সম্মান।
যাক তারা মধুবনে যাহাদের মন,
কোকিলের মধুধ্বনি করিতে শ্রবণ;
যাক যাক অলিরাজ মধু তামরসে,
যদি তার আস্বাদিতে আশা নব রসে।
অল্পেতে সন্তুষ্ট ভাই! তোমার অন্তর,
তুমি শুন মন সনে, বাড়াও আদর।
নীরস এতুচ্ছ হার দিনু উপহার,
পর গলে হোক শ্রম সার্থক আমার।

তোমারি
শ্রী শিঃ—

বিজ্ঞাপন।

এতদিনে সাহস করিয়া সাধারণের সমক্ষে আত্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলাম। "নির্ব্বাসিতের বিলাপের" জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বৎসর গত হইল এক জন ভদ্র সন্তান কোন গুরুতর অপরাধে চির জীবনের মত নির্ব্বাসিত হন। তাঁহার যাইবার দিন তাঁহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্তি লিখিয়া সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলাম। আর অধিক লিখিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট অংশ চাহিলেন। তাঁহার মত লোকের সন্তোষ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া ক্রমাগত লিখিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও উৎসাহিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু মধ্যে আমার মনের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্ত হওয়াতে এবিষয় এক প্রকার উপেক্ষা করিয়াছিলাম! অবশেষে সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়ের পরামর্শে ও অন্য বন্ধুদিগের আগ্রহে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। পুস্তকখানি, বিশেষতঃ শেষ ভাগটী, বড় তাড়াতাড়ি লেখা হইয়াছে। জানি না, পাঠকগণ ইহাতে আনন্দের দ্রব্য কিছু পাইবেন

কি না ; যাহা হউক ভ্রম প্রমাদাদি দেখিলে অথবা কোনস্থল অসংলগ্ন বোধ হইলে পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া কো প্রকাশ্য পত্রে প্রকাশ করিবেন, দ্বিতীয় বার পরিশুদ্ধ করিতে পারি। স্বপ্নাংশটী একটী ধারাবাহী রূপক। আশার সাহায্যে বিষাদ সাগর ও বিপদের ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয় মনুষ্য কি রূপে মনে মনে কল্পিত সুখ ভোগ কে এবং পরে যুক্তির বলে সে সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে কি রূপে নিজ অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়, ইহাতে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

অবশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সম্পূ ব্যয় সাহায্য না করিলে পাঠকগণ আজিও "নির্ব্বাসিতে বিলাপ" দেখিতে পাইতেন না।

কলিকাতা,
সংস্কৃত কালেজ।
সংবৎ ১৯২৫, ৩০এ অগ্রহায়ণ।

নির্ব্বাসিতের বিলাপ।

প্রথম কাণ্ড।

আন্দামানদ্বীপ—স্থান সমুদ্রতট—সময় গোধুলি।

একিহে জলধি! আজ করি বিলোকন
কেন হে ভীষণ ভাব করেছ ধারণ?
এহেন চপল কেন তোমার হৃদয়
হইল, অপার সিন্ধু! বল এ সময়?
কেন হে তরঙ্গ ভঙ্গী করে বারবার
করিছ আঘাত কূলে? হায় হে আমার
দুঃখ দেখে রত্নাকর! হয়ে কি দুঃখিত,
তোমার হৃদয় আজ হলো উচ্ছলিত?
নতুবা গম্ভীর তুমি বিদিত ভুবনে;
একি দেখি নীর-নিধি! কি ভাবিয়া মনে,
খেলিছ মত্তের মত এহেন সময়?
জাননা কি এ পাপীর চঞ্চল হৃদয়
হইত সুস্থির ভাই করে দরশন
তোমার গম্ভীর মূর্ত্তি; অভাগার মন
হেরিয়া তোমার ভাব হইত সরল;
সেই তুমি আজি কেন এরূপ চঞ্চল?
তুমি যদি ভুলিলে হে আপনারে ভাই!
বল তবে, হতভাগ্য, কার কাছে যাই?

আপন পাপের ফল ভোগ করিবারে,
আছি এই জনশূন্য জলের মাঝারে ;
নাহি হেতা সুত জায়া সান্ত্বনা করিতে
এহেন বিপদ কালে ! নাহি কেহ দিতে
একবিন্দু নেত্র জল আমার রোদনে ,
মিশাতে হৃদয় ব্যথা হৃদয় বেদনে।
যে দিকে ফিরিয়া চাই দেখি শূন্যময় ,
উদাসে সতত কাঁদে পাপিষ্ঠ হৃদয় ।
চাহি আমি বন পানে—দেখি তরুগণ,
বিষাদ কালিমা মাখি মলিন বরণ,
নাহি লড়ে পাতা, পাখী না ডাকে কুলায়
কে যেন রেখেছে শোকে সবারে ডুবায়ে।
চাহি আমি নিশা কালে গগণ মণ্ডলে,
দেখি শশী সুধা-রাশি বিষাদ কজ্জলে,
মাখা হয়ে হীনকান্তি, না হরে নয়ন,
একান্ত রজনী সনে করিছে রোদন।
চাহি আমি শোক ভরে এদিক যখন,
তখনি তটিনীপতি ! করি দরশন,
যেন তুমি এ পাপীর দুঃখেতে রসিয়া,
কূলে কূলে এবারতা বেড়াও ঘুষিয়া।
দিবা অবসান কালে, যবে দিনমণি
ধীরে ধীরে তব নীরে ডোবেন আপনি ;
যবে বিহগের কুল তোমা পরিহরি
যায় সবে নিজনীড়ে কলরব করি ;

যবে সুখময়ী ধরা কুসুম দশনে,
হাসেন মনের সুখে ; বিমল গগণে
খেলায় চাতক যবে প্রেয়সীর সনে ;
চরাচর বিশ্ব যবে হয়ে একাতন,
আনন্দে মাতিয়া করে ঈশ গুণগান ;
এই হত-ভাগা সুধু একাকী তখন
আসে ভাই নীরনিধি ! করিতে রোদন
বসিয়া তোমার কাছে। সে হেন সময়ে
না হয় সুখের লেশ এ পাপ-হৃদয়ে।
ছিলাম পরম সুখে ! কেন পাপীমন
পড়িল লোভের ফাঁদে, হইতে মগন
অপার দুঃখের নীরে। হায়রে দুর্ম্মতি !
না ভাবিল সে সময়ে এ সব দুর্গতি।
দারা, সুত, ভাই, বন্ধু, প্রিয় পরিবার
না পাইল তোর কাছে তিল-অধিকার !
যে ধনের লোভে তুমি হয়ে জ্ঞান-হারা
ভুলেছিলে অনায়াসে নিজ সুতদারা
বলোরে পাপিষ্ঠ মন বলোরে এখন
কোথায় রহেছে পড়ে সেই পোড়া ধন !
এই যে জীবন মত নির্ব্বাসিত হয়ে,
রহেছ জলধি মাঝে বিষণ্ণ হৃদয়ে,
এসেছে কি হেথা ধন বলোরে অজ্ঞান !
তোমার দুঃখের বহ্নি করিতে নির্ব্বাণ !

স্থির হও রত্নাকর ! করহে শ্রবণ
অভাগা বিনয়ে যাহা করে নিবেদন।
হায় কিছু দিন পরে জীবন আমার
হইবে বিলীন ভাই, সমীপে তোমার ;
ওই যে কুটীর দেখ আমার সমান
গলিত মলিন বেশ ; করিবে প্রদান
উহা মম পরিচয়, কিছু দিন তরে,
অবশেষে যাবে কিন্তু ধরার উদরে।
একটী মৃত্তিকা-রাশি থাকিবে ওখানে—
আমার অশ্রুর সাক্ষী এই আন্দামানে
তুমিত প্রবল সিন্ধু ! হেথা চিরকাল
থাকিবে সমান ভাবে,সমান করাল ;
যদ্যপি পথিক কেহ উঠে হে কখন
এই জন-শূন্য তীরে ; চিন্তাতে মগন
হইবে নিশ্চিত ভাই, করে দরশন
আমার গৃহের শেষ ; ভাবিবে তখন
দাঁড়ায়ে তোমার তীরে কে এখানে ছিল,
কি বা নাম, কোথা ধাম কবে বা মরিল !
বলো হে তাহাকে তুমি রতন-আধার !
'কিছু দিন ছিল হেথা এক দুরাচার ;
'পড়িয়া লোভের ফাঁদে পাপ কর্ম্ম করে,
' ছিল হেথা কারাবাসে জীবনের তরে,
'জানিনা তাহার নাম কোথা তার ঘর,
'কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেবা তার পর।

'এই মাত্র জানি আমি, দিবা অবসানে,
'আসিত সে মৃদু পদে আমার এখানে ;
'বসে এই তরুতলে করিত রোদন
'রাখিয়া কপোল করে , ভাসিত বদন।
'যাওহে পথিক ! যাও ; কেন বার বার
'জিজ্ঞাস দুঃখের কথা সেই অভাগার !
'যাও তুমি নিজ গৃহে ; প্রাণের কামিনী।
'আছে তব পথ চেয়ে বসে একাকিনী।
'যাও তুমি নিজ-গৃহে ছুঁওনা চরণে
'ছুঁওনা মৃত্তিকা-রাশি ; কি জানি কেমনে
সঞ্চারিবে পাপ-বিষ তোমার অন্তরে,
'পাপ-অস্থি আছে তার উহার ভিতরে।'

এদিকে দিবস-নাথ মহীরুহ-শিরে
দিয়ে কর, আশীর্ব্বাদ করি ধীরে ধীরে,
আসি তবে বলে যেন লইয়া বিদায়,
ডুবিছেন সিন্ধুনীরে। স্বর্ণ কুম্ভ প্রায়,
নীল নীরে ভাসে রবি ; পশ্চিম গগণে
অপূর্ব্ব সিন্দুর আভা শারদীয় ঘনে।
হেরে কান্তি পরিশ্রান্তি না মানে নয়ন,
সৌন্দর্য্য সাগরে যেন মগ্ন হয় মন.
নীল জলে পড়ি আভা ইন্দ্রধনু প্রায়,
বিচিত্র বাখানে কেবা ! শাখীর শাখায়
মৃদু মৃদু কাঁপাইয়া বহে সমীরণ ;

প্রণমিছে রবিপদে যেন তরুগণ।
হইল অপূর্ব্ব শোভা কিবা চমৎকার!
ইহাতেও নাহি সুখ এই অভাগার।
দিনমণি যায় দেখে ব্যাকুলিত মন,
বলিতে লাগিল তবে করে সম্ভাষণঃ—
"কেন হে অম্বর-মণি! লোহিত বরণ
ধরিয়া জলধি-জলে হইছ মগন, ?
আমরি কি শোভা তুমি ধরেছ তপন!
এ পাপ রসনা বলো করিবে বর্ণন
কি রূপে এ হেন রূপ? যতেক বচন
শুনেছি শিখেছি আমি সমস্ত জীবনে,
ফুরাবে সে সব দেব! এ শোভা কীর্ত্তনে।
জগতে প্রকৃত সুখী তুমি দিনকর।
তুমি ধন্য পুণ্যবান্! বিশ্ব চরাচর
হাসে দেব! তুমি যবে খুলি হেম দ্বার
গগণ-প্রাঙ্গনে কর পদের সঞ্চার।
তব পদার্পণে পাখী ভুধরে, কাননে,
গৃহীদের প্রতি গৃহে, আনন্দিত মনে
ঘুষিয়া বেড়ায় দেব! তব আগমন।
তামসী-তামস ভেদি তোমার কিরণ
পড়িলে গৃহের চুড়ে, নিদ্রায় কাতর
না থাকে কোথাও কেহ; বিপিন, সাগর,
সবাই জাগিয়া উঠে আনন্দে মাতিয়া।
মনের আনন্দ তরু প্রকাশে নাচিয়া।

আবার এইত তুমি যাও দিনমণি !
চেয়ে দেখ তব শোকে মলিনা ধরণী ;
চাহেনা তোমাকে সতী দিতে হে বিদায় ;
ধীরে ধীরে আসে যেন তব পায় পায় ।
যেই মাত্র যাবে তুমি জলধির জলে
ঝাঁপিয়া-তামস বাসে বদন সগুলে,
ঝিঁ ঝিঁ রবে বসে স্বধু করিবে রোদন ;
তোমার ধ্যানেতে সতী থাকিবে মগন ।
দাঁড়াও দাঁড়াও রবি ! দাঁড়াও দাঁড়াও ;
অভাগার গোটাকত কথা শুনে যাও ;
তুমি ত চলিলে দিক্ করে অন্ধকার,
বলনা কি গতি করে গেলে হে আমার ?
এখনি আসিবে দেব ! সে কাল রজনী,
বল তবে কার কাছে যাব দিনমণি !
এখনি প্রবল চিন্তা দহিবে হৃদয়
কার কাছে দাঁড়াইব বল সে সময় ;
ত্রিযামা যামিনী মম যুগের সমান
তোমার অভাবে দেব ! হইবেক জ্ঞান ;
অনিবার শতধারে বরষা বহিবে,
নয়ন উপর দিয়ে নিশি পোহাইবে ।
বলহে কি বলে দেব ! মানসে বোধিব,
কিরূপে এহেন নিশি বলহে যাপিব ,
আর যে সহেনা জ্বালা যায় যে জীবন
কি করিব কোথা যাব বলনা তখন ।

যাও যাও দিননাথ! কি হবে শুনিয়া
পামরের দুখ-কথা; বিজনে কাঁদিয়া,
যাক যাক অভাগার এছার জীবন;
সেই পুরস্কার মম কর্ম্মের মতন।
কেন আমি নিজ দুখে তোমার হৃদয়
করিব কাতর রবি! কেন এ সময়
ধরিয়া তোমাকে আমি রাখিব এখানে?
যাও যাও যাও দেব! যাও নিজ স্থানে।"
বলিতে বলিতে কথা ক্রমে দিনকর
ডুবিল নীরধিনীরে রহিল সাগর।
উঠিল পতত্রি কুল বিমল গগনে,
ছাড়িয়া জলধি তীর। বুঝি বা তপনে
কাতরে বিদায় দিয়ে; জল নিধি হতে
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে চলে নিজ পথে।
মিশিয়া অনন্ত সিন্ধু অনন্ত আকাশে
প্রসারি আধার কুক্ষি চরাচর গ্রাসে।
আসিছে রজনী দেখি হৃদয় কাঁপিল;
সম্বোধিয়া গন্ধবহে কহিতে লাগিল;
মলিন কপোল দিয়া নয়নের জল
বহিল, ভাসিল তার বদন মণ্ডল।
"ওহে ভাই সমীরণ! হইয়া প্রবল,
কেনহে নিরধিনীর করিছ চপল?
জানি ভাই সদাগতি! তোমার যে বল,
কিবা শাখী বজ্র সম! অথবা অচল,

অভ্রভেদীদ চূড়া যার অশনি প্রহারে
না হয় কাতর কভু, থাকে একাকারে,
হয় হে পীড়িত ভাই! তোমার মিলনে।
এই যে বিপুল ধরা, যাহার আননে
সুখের মধুর হাসি শোভিছে নিয়ত,
যাহাকে প্রকৃতি দেবী দিয়াছেন কত
শত শত অলঙ্কার; নিকটে তোমার
এ সকল, সমীরণ! বল কোন ছার।
আপন প্রতাপ যদি ভাই সদাগতি!
এখন দেখাও তুমি, কোথা বসুমতী
বিশাল, বিচিত্র! কোথা গুরু গিরিবর!
কোথা এ অপার ধীর গভীর সাগর!
কোথা বা নগরী যাহা রাজদণ্ড ধরি
করিছে শাসন সদা মহাদর্প করি
জগতের অর্দ্ধ ভূমি! কোথা বা কানন
আমার কুটীর-মত সতত বিজন
যাহার হৃদয়! ভাই! তব বাহু-বলে
সাগর শুকায়ে যায়, ধরা ভাসে জলে।
মহাবীর তুমি ভাই! করিহে স্বীকার;
সবলে দেখাও বল; নিকটে আমার—
দীন হীন ক্ষীণ আমি—কিলাভ তোমার
হইবে দেখায়ে বল বলোহে আমারে?
কেবা করে ক্রম-সজ্জা কীটে মারিবারে?
শুনেছি পুরাণে আমি যবে রঘুবর

তরিয়া অপার ভীম দুস্তর সাগর,
বুঝিলেন লঙ্কাপুরে করিতে উদ্ধার
আপন জীবন ধনে ; যবে দুরাচার
দশাস্যতনয়, রণে ঘোর নাগজালে,
বাঁধিল তাহাকে ভাই তুমি সেই-কালে
মোচিলে বৈদেহীনাথে ; আজি এক বার
করিবে কি পামরের এক উপকার ?
স্থির হও নভঃস্বন ! করিহে বিনয়
শুন এ পাপীর কথা ফাটিবে হৃদয় ।
তুমিত সমান ভাবে সর্ব্বদেশে যাও,
কত গিরি কত নদী দেখিবারে পাও,
কত দেশ কত রাজ্য কর নিরীক্ষণ,
কারো বা উন্নতি হয়, কারো বা পতন ,
যাওহে আমার গৃহে ; বলো সবাকারে,
অসীম অতল ভীম জলধির পারে
আছেরে তোদের ধন ; ঝরিছে নয়ন
দিবস রজনী তার, করিয়ে স্মরণ
তোদের সরল ভাব, তোদের প্রণয় ;
ভুল না রে তাকে ; সে ত ভুলিবার নয় ।
দেখিতে পাইবে তথা অবলা দুজন,
দুখ-পারাবারে সদা ররেছে মগন ;
বরষা বিরাজে ভাই ! তাঁদের নয়নে,
বিষাদে মলিন মুখ শয়নে স্বপনে ।
তার মাঝে দেখিবে হে বৃদ্ধা এক জন,

না পান দেখিতে আর, গিয়াছে নয়ন
অনিবার বারিধারা করি বরিষণ।
জেন হে মারুত! তাকে দুঃখিনী জননী
এ পামর দুরাত্মার; দিবস রজনী
নাহিক অপর চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে,
ভাবেন কৃতান্ত বুঝি আপন আলয়ে
হরেছে মাণিক তাঁর; অথবা কুমতি
পুত্রে তাঁর; সবিনয়ে বোলো সদাগতি!
করিয়ে আমার হয়ে মাতৃ সম্বোধন,
বোলোহে—জননি! আর করোনা রোদন,
স্নেহময়ি! মরে নাই আছে গো জীবনে
তোমার স্নেহের ধন; জলধি জীবনে
আছে এক মরু-দেশ; প্রকৃতি সুন্দরী
দূর হতে গিয়াছেন যারে পরিহরি;
সেই খানে রহিয়াছে তোমার তনয়।
(তোমার পবিত্র নাম কলঙ্কিত হয়
করিলে যাহার নাম তব পুত্র বলে)
দিবানিশি ভাসিতেছে নয়নের জলে।
কি হবে কাঁদিলে মাগো! আর তার তরে;
বিধির লিখন বলো খণ্ডন কে করে;
অয়ি মা! সত্বর শোক করে দরশন,
তার এই হত ভাগ্য সুতের বদন।
কাঁদিয়া আমার কর ধারণ করিয়া,
বলিল সে কথা যত শুন মন দিয়া :—

"কোথা ওমা স্নেহ-ময়ি! কোথায় এখন
আসিয়া পুত্রের দশা কর দরশন।
অপার জলধি তীরে এ জীবন যায়,
এসে দেখ দয়াময়ি! রহিলে কোথায়।
হায় গো পাপীষ্ঠ আমি বড় দুরাচার,
আমা হতে না হইল কোন উপকার!
সহিলে যে কত দুঃখ পামরের তরে,
এ পাপ রসনা তাহা বর্ণিবে কি করে;
ধরেছিলে জঠরেতে করিয়া যতন,
করেছিলে দয়াময়ি! পালন যখন,
তখন জননি! কি গো ভেবেছিলে মনে,
পয়োদানে অহি-শিশু পুষিছ ভবনে?
দিনেকের তরে পীড়া হইলে যখন,
নয়নের জলে মাগো! ভাসিত বদন,
তখন জননি! কি গো ভেবেছিলে মনে,
না যাবে সে জলধারা, থাকিবে নয়নে?
আসিতাম দিবাশেষে জননি! যখন
ক্রীড়া করে, আধ স্বরে করে সম্ভাষণ
মা, মা, বলে; যবে তুমি হাসিতে হাসিতে,
বাবা এস বলে আসি, মুছাইয়া দিতে
সকল গায়ের ধুলি; আনন্দিত মনে
লইয়া অমৃত-কোলে, করিয়া বদনে
ঘন ঘন চুম্ব-দান, বসিয়া যতনে
করাইতে স্তনপান; আর মনে মনে

করিতে গো কত আশা ; বলিতে—হৃদয় !
স্থির হও কোন দিন চিরদিন নয়।
আর কি পারিবে কেহ সাহস করিয়া,
উপহাস করিবারে কাঙ্গাল বলিয়া ;
আর কি আঁধারে দিন করিবে যাপন ;
আর কি পরের বাক্যে করিবে রোদন,
আর কি দুখিনী নাম থাকিবে তোমার,
কাঁদিবে মলিন মুখে বিজনে কি আর।
এত দিন সহিয়াছ যাক দিন কয়,
উঠিবে সুখের রবি নাহিক সংশয় ;
এতদিনে দুখ তব শেষ করিবারে,
অমূল্য রতন বিধি দিয়াছে তোমারে ;
রাজার জননী হবে, ভয় কি তোমার ?
দিন কত সহে থাক কাঁদিও না আর ;
এখন অন্নের তরে লালায়িত মন !
আপনি দুহাতে দান করিবে তখন ;
কাঙ্গাল বলিয়া আজ করে উপহাস,
কালি তারা হইবেক পদানত-দাস ;
আজি যারা অহঙ্কারে ফিরিয়া না চায়,
কালি তারা দীনভাবে লোটাইবে পায় ;
পামরে হৃদয়ে ধরে, করিয়া চুম্বন,
মানসে এ হেন আশা করিতে যখন,
তখন জননি ! কি গো ভেবে ছিলে মনে
পয়োদানে অহিশিশু তুষিছ ভবনে ?

হায় মা অন্ধের নড়ী বিধবার ধন,
একমাত্র পুত্র ছিনু, পাঠাতে যখন
বিদ্যালয়ে, নিত্য নব জ্ঞান শিক্ষা করি
শুনাতাম যবে আসি উঠি ক্রোড়োপরি
পুষ্পের কলিকা সম মানস আমার
দলে দলে ফুটে শোভা করিত বিস্তার
দেখিয়া নির্জ্জনে কত আনন্দে কাঁদিতে
ঠাকুরে খুড়িয়া মাথা দীর্ঘায়ু করিতে ;
ভাবিতে শিশুর শ্রেষ্ঠ কুলের গৌরব,
হবে পুত্র, ঘুচাইবে দুঃখ কষ্ট সব।
তখন জননি কিগো ভেবেছিলে মনে
পয়োদানে অহিশিশু পুষিছ ভবনে ?
আয় মা হৃদয় চিরে এখন দেখাই !
পরাণে ঢেলেছি কালি মাখায়েছি ছাই।
সে শিক্ষা কুশিক্ষা মাগো ! যাতে ধর্ম্ম ভয়
না শিখায় ; যে শিক্ষাতে তোমার তনয়,
পেয়েও সুবুদ্ধি খ্যাতি মূর্খের অধম।
নর হয়ে প্রবৃত্তির দাস পশু সম ॥
করেছিলে যত আশা পুরিল সকল !
মানসের কথা মনে রহিল কেবল !”

অপরে দেখিবে ভাই ! রূপে অনুপমা
শোভিতা যৌবন ফুলে ; কমলার সমা।
সুশীল প্রকৃতি অতি ; বিনীত বদন ;
কিবা চারু বিম্বাধর ; রুচির দশন ;

স্বভাব সলজ্জ তার নয়ন যুগল
রয়েছে শোভিত করে বদন-কমল,
সরলতা পবিত্রতা মাখা নিরন্তর ;
প্রণয়ে উজ্জ্বল সেই আঁখি ইন্দীবর।
প্রেমময় পবিত্র দৃষ্টি উপরে যাহার
পড়িবে তখনি শান্ত হৃদয় বিকার।
সে সুন্দর গণ্ড দুটী বুঝিবা এখন
নাহি আর সেইরূপ আরক্ত-বরণ,
অভাগার ভাবনায় বুঝি এতদিন
হাসি হাসি মুখ-শশী হয়েছে মলিন।
আহা ! মরি ! প্রিয়া মম কুসুম-কোমলা
না জানি সহিছে জ্বালা কেমনে অবলা।
হৃদয়ের বিকসিত কুসুম আমার,
আছে কি রে এতকাল সহিয়ে এভার !
অথবা পাপীর ঘর বুঝি শূন্য করে
জীবন-তোষিণী মম গেছে পরিহরে।
দূর কর অমঙ্গল, দূর কর ভয়,
প্রণয় দেবতা মম রহেছে অক্ষয়।
দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, নাগ, সিদ্ধ, গুহ্যক, অপ্সর !
যেবা যেথা আছ, পাপী করে নমস্কার ;
পামরে করুণা কর ; সুমুখী আমার
যেথা যাবে রক্ষী হয়ে থাকিও সকলে ;
প্রেমের প্রতিমা মম যেন জলে স্থলে,

নিরাপদে চির দিন করহে যাপন ;
স্পর্শিতে না পারে যেন দুরাত্মা শমন।
হায়রে জীবন মত আছি কারাগারে,
চিরদিন ভাসিতেছি নয়ন-আসারে,
তথাপি এ গুরুভার লঘু বোধ হয়,
যখনি হৃদয়ে ভাবি, বুঝি এ সময়
একাকী বিজনে বসে সে বিধু-বদন
স্মরি পামরের কথা করিছে রোদন !
ক্ষম অপরাধ প্রিয়ে ! (অথবা কেমনে
প্রিয়া বলে ডাকি আর এপাপ বদনে)
ক্ষমলো সুন্দরি ! মোরে ; স্নেহের কারণ
করেছি অনিষ্ট চিন্তা ; জানি প্রাণ ধন !
জানি তুমি বিধুমুখি ! অজর অমর,
অক্ষয় প্রেমের নিধি, স্নেহের আকর !
যাও যাও সমীরণ ! তার পরিচয়
কত আর দিব বল ? দেখিলে নিশ্চয়
জানিবে সে মুখ-তুলা এ ভারতে নাই।
কেমনে বর্ণিব তাহা ভাবিয়া না পাই
কিন্তু ভাই সদাগতি ! এবে কান্তি তার
মলিন বিলীন প্রায়, নাহি সে প্রকার।
দিনে দিনে স্বর্ণলতা শুকাইয়া যায়,
মলিন শশাঙ্কমুখ সলিল-ধারায়।
কে শুনিবে কারে কথা করে নিবেদন,
অন্তরে অন্তরে জ্বলে গুরু হুতাশন।

দিবস গৃহের কাজে হয় অবসান ;
প্রবল ভাবনানল নাহি পায় স্থান
তাহার কোমল হৃদে ! ভাই সমীরণ !
কিন্তু দিবসের রাজা যানহে যখন,
ধীরে অস্তগিরিবরে করিতে শয়ন ,
যখন তামসী আসি সুকোমল করে,
ধীরে ধীরে জীবগণে নিদ্রায়িত করে ;
যখন তামসরাশি করে আচ্ছাদন
দশ দিগ, জল-স্থল ; বলোহে তখন
কিরূপে নিবিবে তার মানস-অনল ?
নিবাতে অনল বালা নয়নের জল
বরষে হৃদয়ে সদা ; নিবিবে কেমনে !
আগুন দ্বিগুণ হয় নিশ্বাস পবনে ।
অথবা নিষ্প্রভ হয়ে দিনেশের করে,
থাকে সে অনল বুঝি হীনভাব ধরে ;
এখন রজনী এলে পেয়ে অন্ধকার,
অনল প্রবল প্রভা করহে বিস্তার ।
তাহাকে জানিবে ভাই ! এই অভাগার
জীবের দ্বিতীয় ভাগ, বিভিন্ন আকার ।
বলো তাকে সমীরণ ! "কুরঙ্গ-নয়নে !
ফেলনা ভূষণ খুলে ; জলধি-জীবনে
রহেছে হৃদয়-নাথ ; কর সম্বরণ
শোকাবেগ, বরাননে ! করোনা রোদন ।
তাহার বিরহে তুমি কাতর যেমন

সেরূপ তোমার তরে কাঁদে সেই জন।
বলিল সে করে ধরে যে সব বচন
মন দিয়ে বিধুমুখি! করলো শ্রবণ :—

'অয়ি প্রিয়ে ইন্দুমুখি! জীবনের ধন!
পামরের কথা কভু হয় কি স্মরণ;
যখন প্রেয়সি! তুমি ভাব মনে মনে
অভাগা কোথায় আছে রহেছে কেমনে,
তখন কি রূপ হয় চিন্তার উদয়!
কি রূপ কাঁপিতে থাকে কোমল হৃদয়!
কল্পনা কি রূপ ছবি তখন দেখায়!
মানস হৃদয় ছাড়ি কোথায় পলায়!
এরূপ কি ভাবো তবে হৃদয়ের ধন?
যখন অভাগা আসে ছেড়ে পরিজন
ছাড়িয়া জনমভূমি, লইয়া বিদায়
কাঁদিয়া তোমার কাছে—কি বলিব হায়!
বলিতে সকল কথা বুক ফেটে যায়
উথলে শোকের সিন্ধু, পরাণ ভাসায়—
তখন পথের মাঝে পবনের ভরে,
গিয়াছে তরণী তার জলধি-উদরে;
সে সময়ে কোন নক্র অথবা মকর,
দয়া করে দেখায়েছে তারে যম-ঘর;
অথবা তাহার তনু, ভাসিতে ভাসিতে,
পড়েছিল এসে কোন পুলিন ভূমিতে,

না ছিল রক্ষক কেহ, বন্ধু কোন জন,
দেখে তারে ধরাশায়ী করিতে রোদন ;
শকুনি গৃধিনী আদি কিম্বা শিবাগণ
অনাথ পাইয়া তাকে করেছে ভোজন
রহেছে কঙ্কাল তার বালুকা-উপরে ;
পুড়িতেছে চিরদিন তপনের করে ;
কোথা সে মোহন তনু ! পীড়াতে যাহার,
বিরসে যাপিত দিন যত পরিবার।
আজি সে অনাথ হয়ে পড়ে সিন্ধুতীরে,
রহেছে বালুকা-রাশি চারিদিকে ঘিরে ;
পদে দলে কত জীব করিছে গমন,
জানে না সেখানে পড়ে অভাগীর ধন।
এরূপ ভাবনা তব কোমল হৃদয়ে,
হয় কি সুধাংশু-মুখি ! সে হেন সময়ে ?
কিন্তু হায় ! কিবা পুন্য করেছে পামর !
যার বলে সিন্ধু-জলে ত্যজে কলেবর
সকালে ভবের ব্রত করে উদ্যাপন,
শমন-সদনে সুখে করিবে গমন।
অনিত্য ধরার কায় থাকিবে ধরায়,
ঠেকিতে না হবে আর দহনের দায় !
মরিনি সুন্দরি ! আমি ; রয়েছে জীবন
এখনো হৃদয়াগারে ; পাপ হুতাশন
এখনো জ্বলিছে প্রিয়ে ! না হয় শীতল ;
এখনো এ পোড়ানেত্রে বহে অশ্রুজল ;

তোমার সে মুখশশী প্রেম-তুলি দিয়া,
এখনো হৃদয়-মাঝে রেখেছি আঁকিয়া;
দিবা শেষে কার্য্য হতে আসি প্রাণধন!
অশ্রু-জলে ভাসি তাহা করি দরশন।
এখনো মরিনি আমি আছিলো সুন্দরি!
দেখে সেই পূর্ণ-শশী আছি প্রাণ ধরি।
দেখিবে সেখানে ভাই! সুঠাম, সুন্দর,
খেলিছে বালক এক; যেন নিজে স্মর
ধরি কলেবর, তথা হরষিত-মনে,
বিহরে সতত; হায়! বলিব কেমনে.
এতেক দুঃখের কথা! সেটী হে আমার
(হায়রে নয়নে বারি আসে বার বার!)
সেটী হে আমার ভাই! হৃদয়ের ধন।
মরি মরি! এত শোক, এতেক রোদন,
তাহার কোমল হৃদে নাহি পায় স্থান;
হাসিছে খেলিছে সুখে নিতান্ত অজ্ঞান।
বিদেশে ভাসিছে পিতা নয়নের জলে;
পুড়িছে রজনী-দিন মানস-অনলে,
স্বপনে জানে না বাছা, সুখে নিদ্রা যায়;
অপর বালক সনে খেলিয়া বেড়ায়।
জানে না বিরলে কেন তাহার জননী
ঢালে নয়নের জল দিবস-রজনী।
হাসিতে হাসিতে যবে, ভাই সমীরণ!
আসে তার মাতৃপাশে, হয় ক্ষুণ্ণ-মন,

দেখিয়া কপোলে তাঁর নয়নের জল।
নিকটে দাঁড়ায়ে থাকে, বদন কমল
ভাসে, দেখি জননীর বিষণ্ণ বদন।
তারে দেখি শশি-মুখী শোক সম্বরণ
পারে না করিতে আর ; ঘোর ভাব ধরে,
প্রবল শোকের সিন্ধু উথলে অন্তরে।
'কেন মা কাঁদিস' বলে আধু আধু স্বরে,
সতত জিজ্ঞাসে তারে ; বচন না সরে,
ধীরে ধীরে তুলি তাকে আপন হৃদয়ে,
অঞ্চলে মুছায়ে ধূলি, গদ গদ হয়ে,
ধীরে বলে বিধুমুখী—"অভাগীর ধন!
কেন যে সতত বাপ করি রে রোদন
জিজ্ঞাস ভাগ্যকে, কেন জিজ্ঞাস আমারে"

বোলো বোলো গন্ধবহ! বোলোহে তাহারে
খেলরে মানস পুরে, খেল এ সময়
যত পার ; হেন সুখ থাকিবার নয়।
আসিবে যৌবন যবে ভাবনা অনল
জ্বলিবে প্রবল ভাবে, কত অমঙ্গল
ঘটিবে নয়নোপরে ; যত যাবে দিন
বাল্যের কোমল সুখ হইবেক ক্ষীণ।
আসিবে এমন দিন জেন রে নিশ্চয়,
শুনিয়া পিতার কথা ফাটিবে হৃদয় ;
লোকের গঞ্জনা শুনে হবে অপমান,
জীবন বিষম হবে মরণ সমান।

দিওনা কখনো কাণ সে সব বচনে ;
ঈশ্বরে করিয়া ভর সুখী থেকো মনে।
পাপীর সন্তান যদি বলে কোন জন,
বাছারে! সহিয়া থেকো, করোনা রোদন।
অপার জলধি-তীরে, হারায় জীবন
তোমার জনক, তাঁকে কোরো রে স্মরণ ;
বৎসরে গণ্ডূষ-জল তাঁর নামে দিও,
আসি তবে কথা-গুলি হৃদয়ে রাখিও।
বলিতে বলিতে হেন, ক্রমে অন্ধকার
ডুবাইল গিরি, নদী, সকল সংসার ;
শুনিতে শুনিতে কথা, বীরেন্দ্র সাগর,
ক্রমশঃ নিদ্রায় যেন হইয়া কাতর,
সুনীল উত্তরী মুখে টানিয়া লইল।
মনোদুঃখে যুবা তবে বলিতে লাগিল ঃ—
"ঘুমাও দুর্জ্জয় সিন্ধু! ঘুমাও সাগর!
অকাতরে নিদ্রা তুমি যাও বীরবর!
জন্মেছি কাঁদিতে আমি কাঁদিব বিজনে,
রাখিব মনের কথা মানসে গোপনে!
হায় হে! অভাগা আমি সান্ত্বনার আশে,
প্রতিদিন জলনিধি! আসি তব পাশে
কিন্তু আজ হতে সিন্ধু! আসিব না আর,
নিদ্রার ব্যাঘাত পাছে হয় হে তোমার।
এত বলি কুটীরেতে করিল গমন,
যুগ সম নিশীথিনী করিতে যাপন।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

স্থান—কুটীর। সময়—সন্ধ্যা।

নীরব সংসার! এবে তমোবাস পরি
আইলা রজনী যেন মৃত্যুর কিঙ্করী,
ধীরে ধীরে পদ ক্রম করি নিশি যায়,
নিবিড় তমসাঞ্চল পশ্চাতে লোটায়,
যমের ভগিনী নিশি কালিন্দী সোদরা।
পদার্পণে ভয়ে ভীত অভিভূত ধরা।
ক্রমে স্তব্ধ চরাচর; কুলায়ে গোপনে
নীরবিল বিহঙ্গম রাখিয়া যতনে
আপন শাবকগণে পাখার ভিতরে,
পাখাতে ঢাকিয়া মুখ নিদ্রা-ভোগ করে।
আপন আবাস-গৃহে করিয়া শয়ন,
নয়ন মুদিয়া গাভী করে রোমন্থন।
জননীর কোলে শিশু অঘোর ঘুমায়।
আপনি প্রকৃতি-দেবী বিচেতন প্রায়।
সকলেই গাঢ় নিদ্রা করে অনুভব,
সুস্থির স্তিমিত সব, নাহি কোন রব।
কোলাহল কর্ণভেদ নাহি করে আর;
গভীর ধ্যানেতে যেন বসিল সংসার!
চরাচর বিচেতন প্রকৃতির কোলে।
কেবল দাঁড়ায়ে তরু বায়ুভরে দোলে;

খস্ খস্ খস্ শব্দ হয় ঘন ঘন,
বুঝিবা বিরল পেয়ে এক প্রাণ মন
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে তরু ঈশ-গুণ গায়।
কেবল শ্বাপদ-কুল আহার চেষ্টায়
ভ্রমিছে গহন মাঝে,মহাভয়ঙ্কর ;
সচকিত বনস্থলী কাঁপে থর থর।
অভাগা কেবল আর কুটীর-শয়নে
করিয়া শয়ন, দীন, ভাবে মনে মনে ,
কত ভাব মনে আসে কত ভাব যায়,
নয়ন সমীপে বিশ্ব ঘুরিয়া বেড়ায়।
কভু দেখে, যেন আর নাহি কারাগার,
নাহিক দাসত্ব-পাশ পদযুগে আর,
নাহি সেই আন্দামান, নাহি সে সাগর,
এসেছে আবাস ভুমে, ব্যাকুল অন্তর,
হেরিবারে সুত জায়া প্রিয় পরিজন,
উথলিছে সুখ-সিন্ধু, করি দরশন
আত্মীয় স্বজনগণে, হৃষ্ট চিতে পরে,
সুখের ভবনে যেন পদার্পণ করে।
দেখে যেন—রহেছেন দুঃখিনী জননী,
ভাবনায় শীর্ণকায় দিবস রজনী,
পদ ধূলি লয়ে যেন করিছে প্রণাম ;
গদ গদ হয়ে যেন বলিতেছে নাম,
শুনিয়া পুত্রের স্বর চমকি তখন,
বলেন নিশ্বাস ছাড়ি—"কেরে, বাছাধন

ঘরে এলি! আয়্ বাপ অমূল্য রতন!
আয় বাপ কোলে আয় জুড়াই জীবন!
কোথায় ছিলিরে বাপ কত কষ্ট সয়ে
আহা মরি! এসেছিস আধখানি হয়ে;
তোমাকে না দেখে যাদু যে দশা আমার,
কি বলিব এক মুখে; দেখ সাক্ষী তার,
কেঁদে কেঁদে দুটি চোক গিয়াছে আমার;
ভেবে ভেবে হয়ে গিছি অস্থি মাত্র সার;
পোড়া-কপালীর বাপ বড় পুণ্য ছিল,
অন্তকালে বিধি তোরে মিলাইয়া দিল;
যা হোক এসেছ বাবা কররে সংসার,
এখন হইলে হয় মরণ আমার"।

দেখে যেন—বিনোদিনী গল-লগ্না হয়ে,
রাখিয়ে শশাঙ্ক-মুখ পতির হৃদয়ে,
ধীরে ধীরে পতিব্রতা করে সম্ভাষণ :—
"বল বল প্রাণনাথ! ছিলেহে কেমন?
আজি সুপ্রসন্ন বিধি অভাগী-উপরে,
সত্য সত্য প্রিয়তম! এসেছ কি ঘরে?
কিম্বা দেখিতেছি আমি জাগিয়া স্বপন?
তোমার ফিরিয়া আসা নাহি লয় মন।
অভাগীরে কৃপা-নেত্রে আজি কে দেখিল,
হারা-ধন কোন জন কুড়াইয়া দিল!
বল বল প্রাণেশ্বর আমাকে ছাড়িয়া,
বিদেশে থাকিতে তুমি কেমন করিয়া?

শ্রম-ভরে ক্লান্ত তুমি হইতে যখন,
বল নাথ কেবা পদ করিত সেবন ?
সে সময়ে অধিনীর কথা মনে হলে
বুঝিবা ভাসিত বুক নয়নের জলে ;
এস এস এস নাথ ! করি আলিঙ্গন,
আজি সুশীতল করি তাপিত জীবন।"
দেখে যেন—এক পাশে চিত্রিতের প্রায়
দাঁড়ায়ে পুতলি তার ; সলিল ধারায়
সতত ভাসিছে তার কমল বদন,
জননী কাঁদিছে দেখি ব্যাকুলিত মন।
অধরে না সরে কথা, হয়ে চমৎকার,
স্থিরতর দৃষ্টিপাত করে বার বার
পিতার বদনে ; আহা ! জানেনা অজ্ঞান
কেন যে বদনে তার করে চুম্ব-দান।
ভয়েতে পিতার কোলে উঠিতে না চায়,
মাতার অঞ্চলে নিজ বদন লুকায়।
ভাবে এ কে ! কেন কোলে করিছে আমায়—
সতত মাতার দিকে মুখ ফিরে চায়।
হায় মানবের সুখ চিরকাল নয় !
অস্ত যায় সুখ-শশী না হতে উদয় !
সৌদামিনী শোভে যথা নব বারি-ধরে ;
নিমেষে মিলায়ে যায়, নিমেষেতে ধরে
পুনরায় নিজ শোভা ; মনুজ হৃদয়ে
সেরূপ সুখের গতি। প্রজ্বলিত হয়ে

ক্ষণ কাল থাকে সুখ ; হইলে নির্ব্বাণ,
চারি দিক অন্ধকার নিশার সমান।
শিশুর কোমল মুখে, হাস্য কি রোদন,
না থাকে নিয়ত যথা, মানব কখন,
সেই রূপ পায় সুখ, দণ্ড দুই পরে,
আবার ভাসিতে থাকে দুঃখের সাগরে।
দেখ—হেথা কুটীরেতে করিয়া শয়ন
অভাগা দেখিছে সুখে জাগিয়া স্বপন,
সুখেতে হৃদয় তার উঠে উথলিয়া,
বহিছে আনন্দ-জল দুই গণ্ড দিয়া,
আধ বিকসিত তার সহাস্য বদন,
প্রণয়েতে পরিপূর্ণ যুগল নয়ন।
এহেন সময়ে যেন সুগভীর স্বরে,
তাহাকে বলিল কেহ সম্বোধন করে—
"হায়রে অবোধ! কেন বৃথা কষ্ট পাও,
ছিছি কেন অকারণ জেগে নিদ্রা যাও!
একি! জ্ঞান-শূন্য তুমি! এ নহে তোমার
সুখের ভবন ; হায়! এ যে কারাগার!
দেখরে অবোধ! চেয়ে, দুরন্ত সাগর
রয়েছে চৌদিকে ঘিরে, মহা ভয়ঙ্কর!
জাননা একাকী তুমি রয়েছ পড়িয়া
অনাথ বিজন দেশে, তোমাকে দেখিয়া
আহা বলে দয়া করে নাহি হেন জন
মনের আগুনে দিতে সান্ত্বনা জীবন।

এই জনশূন্য তীরে, নাহিক কিঙ্কর ;
আপনি অভাগা তুমি আপনার চর।
হলে কি পাগল ছি ছি! বলরে অজ্ঞান !
কারে তুমি করিতেছ আলিঙ্গন দান ?
কোথা তব প্রণয়িনী ? রয়েছে হৃদয়ে
গলিত মলিন বাস ! কারে কোলে লয়ে
করিতেছ বার বার বদন চুম্বন ?
এ হেন মতির ভ্রম বল কি কারণ ?”
সহসা শুনিল যেন এ হেন বচন,
চমকি উঠিল যুবা ; বলে—“পোড়া মন !
একি বিড়ম্বনা তোর ? বলরে আমারে,
কেন গিয়াছিলি বল্ সাগরের পারে ?
এই যে প্রবল সিন্ধু, অসীম অপার,
হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, মনে হলে যার
ভীষণ গভীর ভাব ; নিমিষে কেমনে,
হলি পার এ অম্বুধি ? যদি বা ভবনে
গিয়াছিলি পোড়া মন ! তবে কি কারণ
ফিরে এলি পুনরায় হতে জ্বালাতন ?
তোরত দুরাশা বড় হতভাগা মন !
পিঞ্জরের পাখি তুই ; কেন আকিঞ্চন
সুস্বাদু বনের ফল করিতে আহার ?
ছিছি মন ! জ্ঞান-শূন্য কেন এপ্রকার ?
এই যে কুটীর দেখ, জেনরে নিশ্চয়,
পামরের পাপ দেহ পাইবেক লয়

ইহার উদরে কালে! চরণ যুগল
হইবে কাতর যবে, যবে যাবে বল
এ পোড়া শরীর হতে, বলরে তখন,
কি হবে পাপিষ্ঠ মন! বল কোন জন
পামরে করিবে দয়া? কে দেবে আহার
তুলিয়া বদনে তোর বল দুরাচার?
পীড়িত হইব যবে ফাটিলে তৃষ্ণায়
কণ্ঠ, তালু, বল দেখি, কে দেখিবে হায়!
পামরে আপন ভাবে? যত যাবে দিন,
হইব নিতান্ত তত বিবর্ণ মলিন।
হয়ত অভাগা কেহ আমার সমান;
আসিবে দেখিতে হেথা করিবে প্রদান
আমার বদনে বারি, করিয়া যতন,
কিন্তু সে আপন কাজে করিবে গমন
কিছু পরে, দুরাত্মারে একাকী ফেলিয়া;
অনাথ অভাগা আমি শ্বসিব পড়িয়া।
বদনে বহিবে দুটী সলিলের ধার;
ধীরে কর যোড় করে বলিব—' সংসার!
গুটাও মায়ার জাল দাওরে বিদায়;
চলিলাম আজি আমি ছাড়িয়া তোমায়;
ভাঙো তব ভোজ-বাজি, ছাড়ো তব খেলা,
ধররে সরল মূর্ত্তি যাইবার বেলা;
দিয়াছ অনেক জ্বালা যত মনে লয়;
এখন ডাকিছে কাল, হয়েছে সময়;

বিলম্ব না সয় আর ডাকে বার বার।
আসি তবে, মনে রেখ করি নমস্কার ”
বলিতে বলিতে হেন, নয়ন যুগল
আসিবে মুদিত হয়ে ; হৃদয় চপল
ধরিবে সুস্থির ভাব ; পাপিষ্ঠ জীবন
পাইতে পাপের শাস্তি করিবে গমন।
পর দিন সেই জন আসিবে যখন
দেখিতে কেমন আছি ; করে দরশন
মুদিত নয়ন-যুগ, ভাবিবে, নিদ্রায়

অঘোর রয়েছি বুঝি ; কিন্তু হায় হায়!
সেই নিদ্রা মহানিদ্রা জানিবে যখন
না জানি কি রূপ ভাব হইবে তখন!
হয়ত তখন অশ্রু গলিবে তাহার,
হয়ত নিশ্বাস ছাড়ি বলিবে—“নিস্তার
পেলিরে অভাগা আজ ; হইল শীতল
মানস অনল তোর পেয়ে শান্তি-জল।
বড় পুণ্য তোর ভাই! সকাল সকাল,
গেলি তাই পার হয়ে ; এ পোড়া কপাল,
না জানি যে কত জ্বালা ঘটাইবে আর!
আর কত দিনে আমি পাইব নিস্তার!”
বলিয়া এ হেন কথা হয়ত গমন
করিবে আপন কাজে ; আমি অশরণ
থাকিব সেখানে পড়ে ; কিম্বা বোধ হয়,
দয়া করে শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া সঞ্চয়,

সাজাইয়া চিতা, হায়! করিবে দহন
পামরের এই তনু, বিষণ্ণ বদন।
জলধির তীরে রব হইয়া অঙ্গার,
কোথা সুত! কোথা জায়া! কোথা বা সংসার!
বলিতে বলিতে কথা কাতর নয়ন,
নিদ্রাতে কাতর ভাব করিল ধারণ।
সংসার হইতে মন পরাবৃত্ত হয়ে,
পুন প্রবেশিল যেন আবাস-হৃদয়ে;
সর্ব্বাঙ্গেতে যেন নিদ্রাজ্বরের সঞ্চার,
মিলায় চৈতন্য, যায় চিন্তার বিকার।
রজনীর সখি! দেবি! বিশ্রামদায়িনি!
অয়ি সুখময়ি নিদ্রে! এসলো কামিনি,
এস এস দয়াময়ি! আসি এক বার,
বন্ধ কর অভাগার নয়নের দ্বার।
নিবাও নিবাও আসি চিন্তার অনল,
বিরহ তাপিত মন করসে শীতল।
অথবা, আসিতে আমি বলিবা কেমনে,
অভাগার অশ্রু পূর্ণ সুদীন লোচনে,
পাবে না পাবে না স্থান; যদি বা কখন
অতি কষ্টে হতভাগ্য মুদে দুনয়ন,
স্বপনে বঞ্চিবে তারে, জ্বলিবে দ্বিগুণ
মোহ-ভঙ্গে পুনরায় মানস-আগুণ।
অতএব হেথা হতে যাও লো সুন্দরি!
প্রবল চিন্তার বহ্নি যাও পরিহরি।

শ্রান্ত হয়ে কৃষী যথা, আপন আলয়ে,
আসিয়া বসিয়ে সুখে পুত্র পৌত্র লয়ে
বলিতেছে উপকথা হরষিত মনে;
মাতা, পুত্র, কন্যা, পত্নী, সবে একাসনে
বসেছে চৌদিকে ঘেরে, কভু বা বিস্ময়ে
রহেছে সকলে তারা নির্নিমেষ হয়ে,
কভু বা হাস্যের ছটা শোভিছে বদনে,
কভু বা দয়াতে বারি আসিছে নয়নে।
সতত ভাসিছে সুখে তাদের হৃদয়
নাহি জানে পাপ তাপ নাহি কোন ভয়,
প্রকৃতি তাদের দেবি! রাখিতে সম্মান,
ভাণ্ডার খুলিয়া সুখ করেন প্রদান।
সেই খানে দয়াবতি! করলো গমন,
গিয়ে সেই কৃষকেরে কর আলিঙ্গন।
দিবসের পরিশ্রমে কাতর সে জন;
তোমাকে পাইলে দেবি! হবে হৃষ্ট-মন।
অথবা বিজনে যথা, কোন মন্ত্রীবর,
করেন রাজ্যের চিন্তা বসি একেশ্বর,
ভাবেন কি রূপে হবে প্রজার কুশল;
কোন্ স্থানে শত্রুগণ করে কি কৌশল,
কোন্ দেশ কি রূপেতে হতেছে শাসন,
কোন্ দেশে কাঁদিতেছে অধিবাসীগণ;
যাও যাও দয়াময়ি! যাও সেই স্থলে।
গিয়া তাকে বল দেবি!—'একাকী বিরলে

আর কেন প্রিয়তম ! আছরে বসিয়া ?
এতেক ভাবনা তব পরের লাগিয়া।
সার্থক জনম তব! ধন্য কলেবর
ধরেছিলে অবনীতে নর হিতকর !
অকাতরে চারি দিকে ঘুমায় সকলে,
তাদের কুশল-চিন্তা করিছ বিরলে,
একাকী বসিয়া তুমি ; পর উপকার,
করিতে বাসনা তব দেখি চমৎকার।
রজনী অধিক হলো সুস্থির সংসার ;
গম গম চারিদিকে করে অন্ধকার ;
করোনা অধিক আর নিশা জাগরণ,
হইবে অসুখ বৎস ! কররে শয়ন।"
যাও তথা কৃপাময়ি ! কেন অকারণ
অভাগার কুটীরেতে দাও দরশন ?
সত্য বটে লোকাতীত করুণা তোমার,
কিবা রাজা মহা-তেজা ভ্রূভঙ্গে যাহার
ত্রাহি ত্রাহি করে কাঁপে শত শত জন,
যাহার দোর্দ্দণ্ড তাপে চকিত ভুবন ;
কিবা দীন হতভাগ্য, দিবস যাহার,
বহে যায় কৃপাশীলে ! ফিরে দ্বার দ্বার
মুষ্টি ভিক্ষা তরে ; হলে দিবা অবসান,
তরু তল মাত্র যার বিশ্রামের স্থান,
কিবা জরা জীর্ণ, যার জর জর কায়,
শ্রবণ বধির, নেত্র দেখিতে না পায়,

নিশাতে দিবস জ্ঞান, রজনী দিবসে,
শিথিল অঙ্গের সন্ধি বয়োবৃদ্ধি বশে ;
কিবা শিশু পশু-সম নিতান্ত অজ্ঞান,
সুখে খেলে মাতৃকোলে হইয়া শয়ান,
আপনার মনে হাসে, কে জানে কারণ,
কষ্টেতে সহায় যার কেবল রোদন।
এ সকলে দয়াশীলে ! হইয়া সদয়,
সমান ভাবেতে তুমি দাওগো আশ্রয়।
কিন্তু আজি অভাগার ব্যথিত অন্তরে,
পাবেনা পাবেনা স্থান যাও পরিহরে ;
অথবা, যেওনা দেবি ! ক্ষণেক দাঁড়াও,
কোন রূপে নেত্র-পট বন্ধ করে দাও।
শ্রম-ভরে পদযুগ হয়েছে কাতর,
বিশ্রাম করুক্, আহা ! জুড়াক্ অন্তর।
দেখিতে দেখিতে আঁখি মুদিত হইল ;
চিন্তা নিশাচরী তারে ছাড়ি পলাইল।
ঘুমাইল হতভাগ্য জুড়াল ধরণী ;
ক্রমেতে গভীর ভাব ধরিল রজনী ;
ঝম্ ঝম্ চারিদিকে করে বসুন্ধরা ;
মৌনবতী যেন সতী যোগেতে তৎপরা।
নিশি যেন ধাত্রীমাতা, সুনীল বসনে,
জগতের হাসি মুখ ঢাকিয়া যতনে,
ঝিঁঝিঁ রবে বসে সুধু করিতেছে গান .
অঘোর ঘুমায় সব জড়ের সমান।

ভুবন-মোহিনী নিদ্রা, ভূধরে, কান্তারে,
জন-স্থানে, মরুভূমে, সাগরের পারে,
রাজার উন্নত গৃহে, ভিক্ষুর কুটীরে,
মৃদুপদে যথা তথা ভ্রমে ধীরে ধীরে।
এক তানে সবে মিলে যেন ঝিঁঝিঁগণ,
মোহিনী নিদ্রার মায়া করিছে ঘোষণ!
বলিছে ডাকিয়া যেন! উঠ উঠ নর!—
কেন হলে এসময় নিদ্রার কিঙ্কর!
উঠে দেখ কিবা ভাব ধরেছে সংসার!
হায় কেন কর তুমি বৃথা অহঙ্কার;
কোথাহে সম্রাট! কেন হইয়া কাতর,
বিজনে লুটিছ এবে শয্যার উপর?
তুমি না প্রবোধ কালে, অখিল ভুবন
কাঁপাইতে বীরদাপে? বল কি কারণ
হারাইলে সে বীরত্ব, সেই অহঙ্কার?
রাজা বীরসিংহ তুমি! একিহে তোমার,
মরি লাজে হাসি পায় দেখি আচরণ;
বালকের মত আছ করিয়া শয়ন!
এই না দুদণ্ড হলো, বসিয়া বিরলে
একাকী ভাবিতেছিলে, কবে কি কৌশলে,
ধরাকে মানব রক্তে করাইবে স্নান,
না দেখি কঠোর হিয়া তোমার সমান!
রুধিরের তৃষা তব দেখি চমৎকার,
দয়া ধর্ম্ম পায় লাজ নিকটে তোমার!

তুমি সে রাক্ষস-ভাব ছাড়িয়া এখন,
হইলে ধার্ম্মিক কেন তাপস সুজন ?
সন্তরিয়া শত শত সমর-সাগর,
এখন রহিলে কেন নিদ্রাতে কাতর !
উঠ উঠ সময়ের স্রোত বয়ে যায়,
অলসে অবশ কেন পড়িয়া শয্যায় ?
বাজাইয়া রণ-বাদ্য আসিছে শমন,
উঠ সাজ, আর কেন করিয়া শয়ন।
একেত নিস্তব্ধ দিক্ সকল সুধীর ;
ঝিঁ ঝিঁ রবে বসুমতী দ্বিগুণ গভীর।
অভাগা একাকী হেথা মুদিয়া নয়ন,
কুটীরে পড়িয়া সুখে দেখিছে স্বপন।
দেখে যেন—দিয়া কর তার উরস্থলে,
কেহ তারে মৃদুভাষে সম্ভাষিয়া বলে :—

উঠ প্রিয়তম ! আর কেনহে এখন,
রহিলে কাতর ভাবে করিয়া শয়ন,
তোমার দুঃখের নিশি হলো অবসান ;
উঠ উঠ ত্বরা করি করিছে প্রস্থান।
আর কেন কারাগারে একাকী পড়িয়া ;
বিজনে বিরলে দিন যাইছে বহিয়া,
ভাসিছ দুঃখের নীরে চিরদিন হায় !
শুকাইছে চাঁদ-মুখ সলিল-ধারায় ;
বলিতে মনের কথা, নাহি কোন জন
মনে মনে নিরন্তর হও জ্বালাতন !

সহিতে পারি না আর তোমার যাতনা ;
আসিয়াছি প্রিয়তম করিতে সান্ত্বনা।
আর কেন রহিলে হে মুদিয়া নয়ন ?
চেয়ে দেখ তব পাশে বসে কোন জন "।
চেয়ে দেখে—পাশে এক অপূর্ব্ব ললনা,
ভুবন-মোহিনী রূপে ; প্রফুল্ল বদনা ;
বিম্বাধরে ঘন তাঁর স্মিতের উদয় ;
হাসিছে যুগল আঁখি মধুরতাময় ;
শ্রবণে হীরার দুল ; গলে মণি-হার ;
হরিত পট্টের বস্ত্র পরিধান তাঁর ;
মরি কি! শোভিছে চারু অঞ্চল তাহায় !
অঙ্গদে দক্ষিণ বাহু কিবা শোভা পায় ;
সীমন্তে মুক্তার সিঁথি করে ঝল মল ;
ভ্রূযুগের মাঝে টিপ শোভিছে উজ্জ্বল ;
কবরী বেষ্টিত করে মুকুতার হার
অপরূপ রূপ মরি করিছে বিস্তার ;
অঙ্গুলে অঙ্গুরী তাঁর হীরকে জড়িত ;
অমৃত জিনিয়া কথা অতি সুললিত।
এ হেন কামিনী যেন কেহ এক জন
বসিয়া ডাকিছে তারে করিয়া যতন।
তাহার হৃদয়ে যেন দিয়ে পদ্মকর,
ধীরে ধীরে ডাকে বামা করিয়া আদর।
সহসা এ হেন দৃশ্য করি দরশন,
উঠিয়া বসিল যেন ছাড়িয়া শয়ন।

বিস্ময়ে পুরিল মন, কাঁপিল হৃদয়,
অপরূপ দেখে মনে উপজিল ভয়।
জিজ্ঞাসিতে রসনাতে সরে না বচন ;
চকিত, কুণ্ঠিত, ভীত, দোলায়িত মন।
মনে মনে ভাবে যুবা একি চমৎকার!
সহসা কি হেরি আজ একি অবতার!
অভাগা রয়েছি এই অরণ্য ভিতরে,
সতত বিজনে থাকি ; বিজনেতে ঝরে
চিরদিন এই পোড়া নয়নের জল ;
আপনি আপন চর ; কভু শোকানল
জ্বালাই পাপিষ্ঠ আমি আপনি ভাবিয়া ;
নিবাই আপনি পরে অশ্রু জল দিয়া,
কেবল ভাবনা মাত্র আমার সঙ্গিনী ;
তারি কোলে মাথা রাখি যাপি নিশীথিনী।
আজ দেখি একি খেলা পোড়া বিধাতার!
না জানি রমণী কেবা, কি ভাব ইহার।
কুটীরের দ্বার দেখি রয়েছে সমান ;
কেমনে আসিল বালা নাহি হয় জ্ঞান!
দেবী কি মানবী কিবা অপ্সরা কিন্নরী,
না জানি কি জাতি এই নবীনা সুন্দরী!
আহা কি রূপের শোভা! এ হেন বদন
করি নাই এ নয়নে কভু দরশন।
বিশাল নয়নযুগ মরি কি সুন্দর!
থই থই করে যেন সৌন্দর্য্য সাগর।

রেখেছে প্রসন্ন মুখে লাবণ্য মাখিয়া,
বিম্বাধর কোণে হাসি রয়েছে ডুবিয়া।
কোথা ছিল হেন রত্ন বনের ভিতর ;
সহসা করিল আলো অভাগার ঘর !
কাহার রমণী বালা কেন বা হেথায় ;
হায় বিধি একি দায় ঘটালে আমায় !
বসিয়া ভাবিয়া বৃথা কি হইবে আর,
জিজ্ঞাসি, শুনিতে পাব সব সমাচার।
এ হেন ভাবিয়া মনে সাহস ধরিয়া,
অধোমুখে বলে যুবা বিনয় করিয়া!—
এ ঘোর গভীর নিশী, স্তব্ধ চরাচর,
গতাসু সমান আছে পশু পক্ষী নর !
কে আপনি, কেন হেথা এ হেন সময় ?
কি করিবে আপনার এই দুরাশয় ;
আপনি কাহার নারী, কাহার নন্দিনী ;
আসিলেন হেন কালে কেন একাকিনী ;
চারিদিকে বনজন্তু করে বিচরণ,
কঠোর চীৎকারে ফাটে মেদিনী গগণ ;
শুনিয়ে শিহরে তনু, একি চমৎকার,
এ হেন সাহস হায় কেন অবলার !
রয়েছি কুটীরে আমি তথাপি হৃদয়
সতত কাঁপিছে ভয়ে ! এ হেন সময়
কি রূপা রমণী হয়ে এলেন এখানে।
এত দিন হতভাগ্য আছি এই স্থানে ;

এই স্থানে প্রায় হলো যৌবন যাপন,
আপনারে করি নাই কভু দরশন।
এই ঘোর আন্দামান মহা ভয়ঙ্কর,
কোথা আপনার বাস ইহার ভিতর?
এত দিন দেখি নাই; আজি কি কারণ
অভাগার কুটীরেতে হলো আগমন?
নিবিড় তামসী দেখি ঘোর অন্ধকার,
নিদ্রাতে মগন সব, সুস্থির সংসার!
কে আনিল আপনারে? দিল কোন জন
আসিতে কবাট খুলি? সন্দিহান মন
এ পামর নরাধম এই বোধ করে:—
বুঝিবা জনম নহে মানব উদরে!
আপনি বুঝিবা কোন ত্রিদিব-সুন্দরী,
যাইতে বিমান পথে, হেথা অবতরি,
আসিলেন ধরণীর শোভা দরশনে,
ভ্রমিতে ভ্রমতে পরে পড়িল নয়নে
অভাগার এই গৃহ, নিকটে আসিয়া
দেখিতে পাপীর রঙ্গ আছেন বসিয়া!
অথবা আপনি মায়া ভুবন-মোহিনী
যাঁহার শাসনে, এই ঘোর নিশীথিনী
রাখিয়াছে চরাচর বিচেতন করে;
যাঁহার কটাক্ষ-ভয়ে ঘুমায় কাতরে
তরু, গুল্ম, নদী, গিরি, ভূচর, খেচর;
যেমন জুজুর ভয়ে কম্পিত অন্তর,

সঙ্কোচিয়া হস্ত পদ, ছাড়িয়া রোদন,
জননীর কোলে শিশু মুদে দুনয়ন।
কে আপনি, কোন জাতি কেন বা এখানে,
করুন্ পাপীরে তৃপ্ত পরিচয়-দানে।

না হইতে কথা-শেষ, সস্মিতবদনা
মৃদুস্বরে ধীরে তারে বলে সুলোচনা—
" ভয় নাই প্রিয়তম! নহি নিশাচরী,
নহিহে পিশাচী আমি, নহিহে কিন্নরী,
কথা শুন পরে দিব নিজ পরিচয়;
বিপরীত ভাবি মনে করোনা সংশয়!
ধরাধামে সদা আমি করি বিচরণ;
দীন আতুরের দুঃখ করিতে মোচন।
অথবা আতুর কেন, হইলে চঞ্চল,
সকলের মন আমি করি সুশীতল।
কি রাজা, তেজস্বী কিবা দরিদ্র ভিখারী;
কি তাপস, কিবা, যোগী কিবা বনচারী,
যাহাকে যখন দেখি বিষণ্ণ বদন,
সান্ত্বনা করিয়া তারে রাখিহে তখন।
চারি কাল আছি আমি নাহি মম ক্ষয়,
সকল প্রদেশে থাকি সকল সময়।

জানকী বিহনে যবে দেব রঘুবর
কাঁদিলেন চিত্রকুটে, হইয়া কাতর,
ফিরিলেন বনে বনে করি অন্বেষণ;
কোথায় জানকী! সার হইল ভ্রমণ।

বৈদেহি বৈদেহি! করে চাতকের মত
কাঁদিলেন উর্দ্ধনেত্রে শুধু অবিরত;
অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসিয়া উপলে,
রাখি শির লক্ষ্মণের গুরু উরুস্থলে,
যখন নিরাশ হয়ে করিয়া রোদন,
বলিলেন দীনস্বরে—"ভাইরে! লক্ষ্মণ!
যাওরে কোশলধামে; যাওরে ফিরিয়া,
অদ্যাবধি রাম নাম যাওরে ভুলিয়া;
সুমিত্রা মাতার তুমি অঞ্চলের ধন,
ফিরে তুমি অযোধ্যাতে কররে গমন;
রাম সীতা কোথা বলে জিজ্ঞাসিবে যবে,
উঠনা কাঁদিয়া ভাই! বলোরে তা সবে,
তাঁদিগে শার্দ্দূলে ধরে করেছে সংহার,
একাকী এলাম আমি লয়ে সমাচার।'
সেই কালে আমি তথা করিয়া গমন
এই কথা বলিলাম করি সম্ভাষণ—
"হে রঘু-সুন্দর! কেন হইলে অধীর;
সম্বর সম্বর শোক, কর মন স্থির।
বিক্রমে অটল তুমি, ধৈর্য্যেতে অচল,
ছি ছি আজি শোকাবেগে এরূপ চঞ্চল!
পরিহর শোক, উঠ, কর অন্বেষণ,
নিশ্চিত পাইবে পুন জীবনের ধন।
শিবিরে আসিয়া যবে বীর ধনঞ্জয়,
দেখিলেন ভ্রাতৃগণে বিষণ্ণ হৃদয়,

নাহিক আনন্দ-রব, নাহি কোলাহল,
সকলের নেত্র-যুগ করে ছল ছল ;
দেখিয়া এভাব তাঁর উড়িল জীবন,
বিষম বিপদ গণি স্তব্ধ হলো মন ;
অবশেষে জিজ্ঞাসিয়া বলিলেন সবে ।—
"একিহে সামন্তগণ ! কেনহে নীরবে,
সকলে বিরসে কাল করিছ যাপন ?
কলঙ্ক দিল কি কুলে আজিকার রণ ?
কিন্তু হায় ! কেঁদে তারা বলিল যখন
অভিমন্যু আজি দেব ! করিল শয়ন ;
ভেবে দেখ প্রিয়তম ! তখন তাঁহার
হয়েছিল কিবা দশা ! কি বলিব আর ।
সে সময়ে আমি সেই শিবিরেতে গিয়া
বলিলাম ধীরে ধীরে পাশে দাঁড়াইয়া,
"হে বীর ! ক্ষত্রিয় তুমি, দেহে আছে বল,
রয়েছে গাণ্ডীব করে, হয় হে চঞ্চল
অচল তাহার বাণে ; তবে কি কারণ
শোকেতে অধীর হয়ে করিছ রোদন ?
উঠ উঠ উঠ, জ্বাল সমর অনল ;
তাহাতে আহুতি দাও কৌরবের দল !
নাশিব পুত্রের শোক প্রতিশোধ লয়ে,
আসিবে শিবিরে পুন জয়যুক্ত হয়ে । "
আজি একাকিনী হেথা এসেছি এখন,
তোমার দুঃখের ভার করিতে হরণ ।

উঠ উঠ আর কেন পড়ে কারাগারে,
সুখের ভবনে লয়ে যাইব তোমারে ;
মিলাইয়া দিব পুন দারা সুত সনে,
সেখানে থাকিবে সুখে আনন্দিত মনে।
বিদেশে বিফলে গেল নবীন যৌবন,
চল, শেষদশা সুখে করিবে যাপন।
অম্বরে অম্বর-মণি, প্রবল অনল ;
চারি দিকে জ্বলিতেছে যেন মরু তল ;
অপার বালুকা-রাশি সাগর সমান,
তৃষ্ণায় হৃদয় ফাটে যায় যায় প্রাণ ;
এহেন সময়ে যদি বিষণ্ণ-বদন,
কাতর পথিক, দূরে করে দরশন—
খেলিছে মোহন বাপী ; বহিছে লহরী ;
চরিছে সারস হংস লয়ে সহচরী ;
তীরেতে চৌদিকে ঘিরে তরু শত শত,
ছায়া দানে সুশীতল করে অবিরত ;
দুলিছে পবন-ভরে শত শতদল ;
ভ্রমিছে নিয়ত তথা মধুপ চপল।—
তখন যেরূপ ভাসে তাহার হৃদয়
অপার আনন্দ-নীরে ; সুখ বোধ হয়
পূর্ব্বের সকল দুখ ; আনন্দে নয়নে
সলিল গলিতে থাকে যেরূপ সঘনে ;
সহসা যেরূপ মুখে সরে না বচন ;
মৃতদেহে পুন যেন পাইল জীবন !

সেই রূপ তরুণীর অমৃত বচন,
প্রবেশিল যুবকের শ্রবণে যেমন,
উথলিল একেবারে সুখের সাগর!
আনন্দ ভরেতে মন হইল মন্থর;
মৃদু ভাবে ধীরে ধীরে তুলিয়া বদন,
বামার বদনে যুবা ফেলিল নয়ন।
নাপড়ে নিমেষ, মুখে বচন না সরে;
ধীরে ধীরে নেত্র-যুগে অশ্রু-ধারা ঝরে;
দেখিয়া আদরে বামা সত্বর হইয়া
স্মিতমুখী দিল তার মুখ মুছাইয়া;
বলিতে লাগিল পরে ধরি তার করে ঃ—
"একি প্রিয়তম! কেন, বল কার তরে,
দর দর বারি ধারা করিলে মোচন?
কি নূতন ভাবে তব উথলিল মন?
মরি! চিরদিন আছ এই কারাগারে,
সময় হাসিয়া যায় হেলিয়া তোমারে;
প্রকৃতি করিয়া ঘৃণা তোমারে কখন,
না দেখান প্রিয়তম! সহাস্য বদন।
নিশা আসে, দিন যায়, খেলিছে সংসার,
বিরস সকল হায়! নিকট তোমার
অনাথ কুটীরে থাক করিয়া শয়ন,
কেহ নাহি দয়া করে করে দরশন।
আজি উপস্থিত আমি ;—কর সম্বরণ
মনঃক্ষোভ; অশ্রুধারা করহে মার্জ্জন।

আজি উপস্থিত আমি, নিকটে তোমার,
বিপদ-জলধি হতে করিতে উদ্ধার।
কথা কও, কথা কও; প্রকাশিয়ে বল
সকল মনের ভাব। কেন নেত্র-জল
সহসা ফেলিলে? কেন সরে না বচন?
ভয় নাই ভয় নাই স্থির কর মন।
ত্রিদিবে ভূতলে যদি কভু এক হয়,
মানবে অমরে যদি ভেদ নাহি রয়;
ভূধর যদ্যপি চলে চুম্বিতে সাগরে,
ধরণী দাঁড়ায় যদি গতি রোধ করে;
গ্রহ তারা খসে যদি গড়াগড়ি যায়;
তরু যদি পক্ষ ধরি উড়িয়া বেড়ায়;
তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান,
তোমাকে বাঞ্ছিত ফল করিব প্রদান।
অতএব উঠ, উঠ, কেন এ সময়
রহিলে বিস্মিত হয়ে? নাহিক সংশয়
মিলাব তোমাকে পুন দারাসুত সনে
বসাব তোমাকে পুন সুখ-সিংহাসনে।

আনন্দে অধীর হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া,
বলিতে লাগিল যুবা সলিল মুছিয়া।
"হায় দেবি! একি দেখি বাড়িছে বিস্ময়,
পামরের প্রতি আজ প্রসন্ন হৃদয়।
হায়গো পাপিষ্ঠ আমি; আমার সমান,
নরাধম নাহি আর। কৃপা-বারি দান

না করে কখনো কেহ অমর কি নর।
ধরেছি জনম আমি হতে নিরন্তর
জ্বালাতন ; মনোদুখে কাঁদিতে বিজনে ;
রাখিতে মনের কথা মনেতে গোপনে।
জানি আমি, চিরদিন সাগরের জলে
থাকিবে পাপিষ্ঠ, দেবি ! পাতক-অনলে
পুড়িবে নিয়ত ; নাহি হবে গো শীতল,
জ্বলিবে সমান ভাবে সেই দাবানল।
জানি আমি, যতদিন এই কলেবর
নাহি হবে ধূলিসার ; দুস্তর সাগর
খেলিবে নয়ন আগে, হায়, যতকাল,
তত দিন অয়ি দেবি ! পুড়িবে কপাল।
অবশেষে কিছু দিনে যাব মিলাইয়া,
বিজনে ধরার কাছে বিদায় লইয়া।
বিশ্বাস না হয়। হায় ! হবেকি এমন,
দারাসুত সনে পুন হইবে মিলন ;
কেন দেবি ! অকারণ দুরাশা বাড়াও,
জ্বলেছি পুড়েছি আর কত দুখ দাও ;
হবেনা সফল যাহা, কেন তার তরে
কাঁদাও পামরে আর প্রবঞ্চনা করে ;
অতল অপার সিন্ধু ভ্রূকুটী করিয়া,
মত্ত ভাবে চারিদিকে বেড়ায় খেলিয়া,
না করে করুণা বীর আমার রোদনে,
খেলিছে সতত দেখ আপনার মনে।

কেমনে এ সিন্ধু দেবি ! বল হবে পার ?
(হায়রে পাপিষ্ঠ আমি কি আশা আমার !)
ঋষিবর মূষা যবে দল বল লয়ে
মিসর হইতে যান সুখের আলয়ে ;
তবে ভয়ে ভয়ে সিন্ধু দিয়াছিল পথ,
আজি কি পুরাতে দেবি ! তব মনোরথ,
ধীরত্ব বীরত্ব বীর ভুলি আপনার,
ধরিবে সরল মূর্ত্তি নিকটে তোমার ?
যাওগো আপন ধামে, পিতার ভবনে,
অভাগার কুটীরেতে বৃথা কি কারণে ?
জানি জানি দয়াময়ি ! যা হবে আমার,
আর কেন সুখ-আশা দাও বার বার ।
যুবতীর কাছে হেন বলিতে বলিতে
আপন দুখের কথা ; লাগিল গলিতে
দর দর জলধারা ; শোকের সাগর
উথলিল একেবারে ; হইল মন্থর
বচন বাষ্পের ভরে ; হায়রে যেমন
কলহ করিয়া শিশু করিয়া রোদন
আসিলে জননী-পাশে, যদ্যপি তখন
মুছায়ে নয়ন-নীর, করিয়া চুম্বন
কোলে লয়ে মাতা তাকে বলেন আদরে—
"কেনরে কাঁদিস বাপ্ ? কে এমন করে
ভাসালে চক্ষের জলে আমার গোপালে !
মরি ! চুপ্ কর বাপ্ ; শিখাব সকলে

ভাল করে কালি তারে” তখন যেমন,
সান্ত্বনাতে করে শিশু দ্বিগুণ রোদন,
সেই রূপ রমণীর প্রবোধ বচনে
দ্বিগুণ সলিল-ধারা বহিল নয়নে।
অসম্ভব ভেবে সব হইল হতাশ,
অধোমুখ হয়ে যুবা ছাড়িল নিশ্বাস।
দেখিয়া সে ভাব তার বিরস বদনে
বলিল যুবতী তবে মধুর বচনে :—
একি দেখি হে সুজন! হইয়া সুধীর,
হইয়া সুধীর কেন এরূপ অস্থির?
ছি ছি হে! না জানি কেন এত অবিশ্বাস?
জানিনা কেনবা এত হয়েছ হতাশ?
এখনো কি অভাগীরে ভাবিছ রাক্ষসী
এ বিরলে, রহিয়াছে তব পাশে বসি,
কেবল লইয়া যেতে লোভ দেখাইয়া?
অথবা দেখিতে রঙ্গ বিপদে ফেলিয়া?
হায় রে বলিব কিবা, না হবে প্রত্যয়,
ধন্য বটে, দেখি নাই এরূপ সংশয়।
এ ঘোর তামসী, দেখ সুষুপ্ত ধরণী
স্পন্দহীন চরাচর ; মারুত আপনি,
ছাড়িয়া চপল ভাব বসেছেন ধ্যানে ;
নড়েনা শাখীর শাখা ; কাঁপেনা এখানে
দেখনা দীপের শিখা ; ভয়েতে কেবল
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া, নিতান্ত চঞ্চল।

এহেন সময়ে হায়! তব শোকানলে
শান্তিজল দিতে, আমি একাকী বিরলে,
এসেছি এহেন স্থানে নিজ পুরী হতে।
তোমারি হৃদয় হতে, যদি কোন মতে,
তুলিতে শোকের শেল পারি গুণময়!
এরূপ ইচ্ছাতে হয়ে ব্যাকুল হৃদয়,
এসেছি দেখনা এই ঘোর পারাবারে।
অথবা এসব বৃথা কি বলি তোমারে!
না হবে প্রত্যয় কিছু বচনে আমার।
এক বার বলিয়াছি বলি আর বারঃ—
ভূধর যদ্যপি ঘুরে দাঁড়ায় শেখরে,
তটিনী যদিবা ফেরে ছাড়িয়া সাগরে,
যদিবা সিন্ধুর জল নিমেষে শুকায়,
দিবসের মাঝে যদি নিশা হয়ে যায়,
সলিলে যদিবা করে শরীর দাহন,
শরীর ধারণ যদি করে বা পবন;
তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান,
থাকিবে আমার কথা থাকিবে সমান।
গ্রহ, তারা, রবি, শশী, জঙ্গম, স্থাবর,
তরু, লতা, নদ, নদী, ভূধর, সাগর
যেবা যেথা আছে, সাক্ষী থাকুক সকলে।
কি আছে এমন সুখ এই ধরাতলে;
কি আছে এমন পদ, সম্পদ এমন
পারিনা যা দিতে আমি করিলে যতন!

বলিলে, কেমনে দেবি ! হব সিন্ধু পার
অভাগী উত্তর আর কিদিবে ইহার !
জাননা আমাকে তুমি দিতে পরিচয়
আপনার মুখে, বড় লজ্জা বোধ হয়।
কেজানে আমার লীলা ! আছে কোন্ জন
এ তিন ভুবন মাঝে, করিবে বর্ণন
যেজন আমার লীলা, মহিমা আমার !
আমার সকল স্থলে সম অধিকার ;
নগরে, শিখরে, তলে, সাগরে, গহনে।
কিবা হতভাগ্য—যার মুমূর্ষু নয়নে,
বিচিত্র বিশ্বের ছবি খেলায় তরল,
যায় যায় যায় যার জীবন চপল,
পড়িয়া তরুর তলে একা খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে বিশ্ব পশ্চাতে পলায় ;
কিবা দেব সুরপতি—যাঁহার শাসনে,
ভয়ে কাঁপে সুর নর ত্রিদিবে, ভুবনে ;
এ উভয়ে প্রিয়তম ! সম অধিকার
সর্ব্ব কালে একরূপ জানিবে আমার।
কি ছার জলধি বল নিকটে তাহার,
ত্রিদিব ভুতল হতে এক পদ যার।
মূষা ঋষি যান যবে ছাড়িয়া মিসর,
তাঁরে দিয়াছিল পথ দুরন্ত সাগর।
সত্য বটে এ প্রবাদ বহু দিন আছে,
কিন্তু কেবা চায় পথ সাগরের কাছে ?

কেবা চায় জলনিধি করিতে বন্ধন ?
এই আমি, একবার হয় যদি মন,
তরঙ্গের বক্ষ দিয়া যাইব চলিয়া,
আশ্চর্য্য হইয়া সিন্ধু রহিবে চাহিয়া।

কিম্বা দূর কর। মিছা বসিয়া কি করি
মানবী, রাক্ষসী, কিবা অপ্সরা, কিন্নরী—
যেহই সেহই আমি যাই অন্য স্থানে।
কি হবে অলস-ভাবে বসিয়া এখানে।
বলিতেছি বার বার, ভেবে দেখ মনে,
যাইবে কি পুন সেই সুখের ভবনে!
অথবা ভাসিবে হেথা ঘোর সিন্ধু-জলে
চিরদিন ; যাই আমি দেখ যাই চলে,
এখনো করিতে পাব যাহা মনে লয়।
যাইব দুদণ্ড পরে থাকিবার নয়।
স্থির-নেত্রে প্রিয়তম! চিত্রিতের প্রায়
কি ভাবিছ ? উঠ উঠ করিব তোমায়
আজি এজলধি পার! কাঁদুক বিজনে,
কারাগার একা পড়ে তোমার বিহনে ;
খেলুক একাকী হেথা দুরন্ত সাগর ;
ভাঙুক তরঙ্গমালা বেলার উপর ;
সুখেতে করুক গ্রাস শত শত তরী,
নাচুক দিবস-নিশি কল কল করি।
এত বলি নীরবিল কুরঙ্গ-নয়না—
দেখে যুবা, এক দৃষ্টে আছে অন্যমনা।

বহুক্ষণ পরে তবে নিশ্বাস ছাড়িল ;
দুনয়নে দুটী বিন্দু নাচিতে লাগিল।
মুছিয়া নয়ন জল, চাহি এক বার
উপরে গগণ দিকে, বিনয়ে বামার
মুখ দিকে আরবার করি বিলোকন,
বলিতে লাগিল তবে বিনীত-বচনঃ—
'তবে চল গুণবতি ! চল কৃপাশীলে !
চল যাই বৃথা আর কিহবে ভাবিলে।'
এত বলি ক্রমে মন করিয়া সুস্থির
যুবতীর সনে যুবা হইল বাহির।
কল্পনে ! চিনেছ কিরে কুরঙ্গ-নয়না,
একে বামা বিনোদিনী সুধাংশু-বদনা ?
ইনি সেই মায়াবিনী, আমার নয়নে
বহিলে সলিল-ধারা, মিষ্ট আলাপনে
বুঝাইয়া যিনি মোরে করেন সান্ত্বনা,
যাঁরে দেখে ভুলে নর অর্দ্ধেক যাতনা!
চিনেছি তোমারে মোরা চিনেছি কামিনি !
ভুবনমোহিনী, তুমি আশা মায়াবিনী।
ধন্য শক্তি ! ধন্য মায়া ! ধন্যলো তোমার
আধ-হাসি-হাসি মুখ ! আজি অভাগার
তাপিত হৃদয় ভাল নিলে ভুলাইয়া ;
মায়াবিনি ! চমৎকার এসেছ সাজিয়া !
আশ্চর্য্য তোমার মায়া ! তোমারি কারণে
রণে বনে থাকে নর হরষিত মনে ;

সর্ব্ব-গ্রাসি কাল যবে সব লয় হরে ;
বিপদ-তামসী যবে ঘোর ভাব ধরে,
একে বারে দশ দিক করে আচ্ছাদন ;
দারিদ্র্য দুর্দ্দিন যবে ঘোর দরশন,
শিরোপরে শত বজ্র হানে নিরন্তর ;
সমগ্র জগত যবে হয়ে সমস্বর
বৈরিভাবে প্রতিকূলে সাজিয়া দাঁড়ায় ;
সেই কালে মায়াবিনি ! দেখিয়া তোমায়
অকাতরে থাকে নর হৃদয় ধরিয়া ;
তোমারি কথাতে সব থাকে লো ভুলিয়া।
আবার যতেক ক্লেশ বিপুল ভবনে,
সুমুখি ! দশাংশ তার তোমারি কারণে ;
একি খেলা ! একি লীলা ! একি চমৎকার।
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য মায়া ! করি নমস্কার !

তৃতীয় কাণ্ড।

স্বপ্ন।

স্থান—কুটীর। সময়—তৃতীয় প্রহর রজনী।

তৃতীয় প্রহর নিশি। মেদনী, গগণ,
সব আছে স্থির ভাব করিয়া ধারণ;
ঘুমায় পর্ব্বত, নদী, ঘুমায় সাগর;
নড়েনা পল্লব, নিদ্রা যায় তরুবর;
ঘুমাইছে আন্দামান থাকিয়া থাকিয়া
শিবার অশিব রবে উঠিছে কাঁদিয়া;
গিরিবরে করি যূথ রয়েছে নিদ্রায়;
একমাত্র যূথপতি গিরি-চূড়া প্রায়,
দাঁড়ায়ে বিপুল কর্ণ নাড়িছে সঘনে,
মাঝে মাঝে উড়ে ধূলি নিশ্বাস পবনে,
প্রজার রক্ষায় যেন জাগে নরপতি।
জনস্থানে—বাল, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে সর্ব্বজন;
কোথা বা মানব কেহ দেখিয়া স্বপন,
হাঁসে, কাঁদে, কথা কয়, আপনার মনে;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে শিশু, লইয়া বদনে,
সুধা-রস-পূর্ণ স্তন সুখে করে পান;
নিদ্রিতা জননী তার জানে না অজ্ঞান,
ঘুমায়ে ঘুমায়ে তারে করিছে বারণ;
বার বার স্তন-যুগ করে আকর্ষণ।

কোথাবা রমণী কেহ, এক-নিদ্রা পরে,
একাকিনী কাঁদিতেছে গুণ গুণ স্বরে ;
পতি পুত্র ছিল তার, ছিল পরিবার,
নিরদয় মৃত্যু সবে করেছে সংহার,
রেখেছে তাহাকে শুধু কাঁদিতে বিজনে !
উন্মূলিত হয়ে যবে ঝটিকা-পবনে
তরু--রাশি যায় পড়ি ; লতা অসহায়,
ধরাতলে থাকে শুধু পড়িয়া তথায় ;
সে রূপ কামিনী একা রয়েছে পড়িয়া ;
জ্বালাইতে মৃত্যু তারে গিয়াছে ফেলিয়া।
আবার কোথাবা কোন ধনীর ভবনে,
আমোদ তরঙ্গোপরি ভাসে সর্ব্ব জনে ,
সমীপে নর্ত্তকী নাচে, হাস্য পরিহাসে
সবে মত্ত ; বাটী যেন নাচিছে উল্লাসে।
মেঘ-গৃহে মেষ-পাল রয়েছে নিদ্রায়,
চতুর শৃগাল এবে আসিয়া তথায়
মেষ-শিশু চুরি আশে বেড়ায় ঘুরিয়া ;
প্রহরী কুক্কুর শুধু থাকিয়া থাকিয়া,
পত্রের মর্ম্মর রব করিয়া শ্রবণ,
ঊর্দ্ধ-মুখে ঘোর-রবে ডাকে অনুক্ষণ।
উপরে গগণ-তলে ভ্রমে তারাগণ ;
একে একে ক্রমে ক্রমে হয় অদর্শন,
ঢলিয়া পড়েছে এবে সপ্তর্ষি মণ্ডল,
ভাঙ্গিয়া আসর যেন যায় তারাদল,

ঝিল্লীগণ ক্রমে রব করিছে সংহার,
হয়েছে কাতর যেন শক্তি নাহি আর ;
মিলাইছে ছায়াপথ অম্বরের তলে ?
ক্রমে ফেণা যায় যথা জলধির জলে।

এদিকে আশার সনে কম্পিত-অন্তরে,
চলেছে অভাগা দেখ ! দৃষ্টিপাত করে,
চারিদিকে বার বার ; কভু ফিরে চায়,
বুঝি কেহ আসে ভাবি কভু বা দাঁড়ায়,
কভু বলে একি দেবি ! কাঁপে কেন মন ?
চলিতে চরণে কেন বাজিছে চরণ ?
লইয়া পরের ধন তস্কর যেমন,
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় সচকিত মন ;
সেরূপ চঞ্চল আজি যুবার হৃদয়,
যাই যাই থাকি থাকি না যায় সংশয়।
সমীপে দাঁড়ায়ে তার ভুবন মোহিনী—
আপনি মশাল ধরে ; বলেন—'যামিনী
গেল যে গেল যে বয়ে, হওহে সত্বর,
এস যদি এস তবে হও অগ্রসর।
মুখশশী আধ-হাসি ; যুগল নয়ন
আধ আকুঞ্চিত হাসি করিতে গোপন।
সাত পাঁচ ভাবি যুবা ধরিয়া অন্তর
বলিতে লাগিল তবে হয়ে ঊর্দ্ধকর ঃ—

'থাকরে কুটীর ! একা ; পাপীর ভবন !
অভাগার চিরবন্ধু ! যতনের ধন ;

থাক তুমি এই খানে ; দাওরে বিদায়
পোহায়ে দুখের নিশি হতভাগ্য যায়।
এত কাল ছিনু আমি তোমার আশ্রয়ে,
কেঁদেছি তোমার কাছে কাতর হৃদয়ে ;
বলেছি মনের কথা ; ভেসেছে বদন
কত যে নয়ন জলে ; কাতর চরণ
শক্তিহীন হয়ে আসি পড়িত যখন,
তখন তোমাকে আমি ডাকি বার বার
বলিতাম—'রে কুটীর ! এই অভাগার
কবে হবে সেই দিন ; যবে মিলাইয়া
যাব তোর এই গর্ভে ; পশ্চাতে রাখিয়া
এ ভব যন্ত্রণা ঘোর ! তুমিও তখন
পড়িয়া, এ পাপ অস্থি করোরে গোপন।
কি জানি কালের বশে কোন সাধু নর
দেখে আসি এই অস্থি, পাপের আকর !
তুমিও ধরার সনে যেও মিলাইয়া
সাবধান কোন চিহ্ন যেওনা রাখিয়া।'
সে দুখের দিন আজি নাহিরে আমার,
তোমার হৃদয়ে পড়ে কাঁদিব না আর ;
অস্ত গেলে দিনমণি, শ্রমেতে কাতর
হয়ে আর আসিবে না এখানে পামর ;
পামরের এই হস্ত করিয়া যতন,
ভাঙিয়া বনের কাঠ, জ্বলন কারণ
করিবেনা তব গর্ভে আনিয়া সঞ্চয়,

আর তুমি রে কুটীর! সন্ধ্যার সময়,
পাবে না দেখিতে ওই সাগরের তীরে,
তোমার আশ্রিত জনে; আর ধীরে ধীরে
বেড়াব না এই পথে পাগলের মত;
এই নেত্র-যুগে আর অশ্রু অবিরত
ঝরিবে না মনোদুখে; বাম করতলে
রাখিয়া কপোল, আর জলধির জলে
স্থির-দৃষ্টি হয়ে, আমি রব না বসিয়ে;
চলিলাম আজি আমি তোমারে ছাড়িয়ে।

থাকো থাকো আন্দামান! খেলুক সাগর
চিরদিন তবপাশে; হাঙ্গর মকর
দেখ তুমি বসে হেথা; দুখিনীর ধন,
যাই আমি নিবাইতে শোক-হুতাশন।
রাখো তব বনজন্তু মহা ভয়ঙ্কর;
রাখো তব কারাগার, বিপিন, শিখর;
রাখো তব সাগরের উত্তাল তুফান;
রাখো তব বিহগের সুললিত গান;
যাহা কিছু আছে তব রাখরে সকল;
যাই আমি নিজধামে; করিতে শীতল,
তাপিত জীবন! ওরে বিহঙ্গম-গণ?
নিদ্রায় বিঘোর সবে রয়েছ এখন!
তোমাদের প্রতিবাসী নিজগৃহে যায়!
উঠ সবে, এসময়ে দিলে না বিদায়?

উঠরে কপোতি! নিদ্রা কর পরিহার;
তুইলো বিহঙ্গ বধূ! সঙ্গিনী আমার!
জীবনের মত আজি চলিনু ছাড়িয়া,
এসময়ে একবার যাইরে দেখিয়া।
রজনী পোহালে পাখি! আসিবি যখন
ডাকিতে আমার দ্বারে, কেদিবে তখন
তণ্ডুলের মুষ্টি তোরে? নিরাশ হইয়া
যাবি ফিরে নিজনীড়ে; ভাবিবি বসিয়া
কোথা গেল প্রতিবাসী! নাহি কোন জন!
নাজানি কাহার কাছে করিবি রোদন।
নাহি তোর সহচর; অমূল্য জীবন,
নির্দ্দয় মানব তার করেছে হরণ!
থাকিস বিজনে তুই আমার মতন;
বসিয়া আপন নীড়ে করিস রোদন।
কারা-বাসী বন্ধুগণ! আমার সমান,
অভাগা তোমরা সবে; হবে অবসান,
কবে যে দুঃখের নিশি তোমাদের ভালে!
খুলিবে দাসত্ব পাশ হায় কত কালে!
ছাড়িয়া কলত্র, সুত, সাধের ভবন,
বিদেশে চলিয়া গেল বিফল জীবন;
রেখেছে হৃদয়ে পুরে দুরন্ত সাগর;
নিবিড় কানন যেন লোহার পিঞ্জর!
উঠ উঠ ভ্রাতৃগণ! দেওরে বিদায়;
তোমাদের সহচর আজি ঘরে যায়;

আজি পোহাইল মোর দুখ-বিভাবরী ;
ভাঙিয়া পিঞ্জর আজি পলায়ন করি।
আগে যান আশা দেবী পথ দেখাইয়া
স্মিতমুখী, মৃদুগতি, মশাল ধরিয়া ;
পশ্চাতে চলেছে যুবা, কম্পিত অন্তর ;
গুরু ভয়ে উরুযুগ, কাঁপে থর থর ;
পথ-পাশে নিশিচোর ১ পিক পিক করে,
দেখিয়া দীপের আলো দূরে যায় সরে।
অদূরে ঝোপের পাশে খেলিছে শৃগালী,
তাড়াইয়া যায় যুবা দিয়ে কর তালি।
স্থিরভাবে মৃদুপদে যায় দুইজন ;
এখনো কাঁপিছে ভয়ে অভাগার মন।
হইল যে শোভা তবে বর্ণনা তাহার
কে করিবে, কে দেখেছে, হেন সাধ্য কার !
ধগ্ ধগ্ দহ দহ জ্বলিছে মশাল
আশার কোমল করে ; জ্বলিছে বিশাল
সুবর্ণ অঞ্চল তাঁর , হরিত বসন ;
উগারিছে তেজোরাশি নিবায়ে নয়ন।
হাসি মাখা বিম্বাধর ; প্রফুল্ল বদন ;
চুম্বিছে কুন্তল আসি সুচারু নয়ন ;
ডাকিছে সুস্নিগ্ধ তারা নয়ন-গগনে ;
করিছে শিশির বৃষ্টি অমৃত কিরণে।

---

১ নিশিচোর—এক প্রকার পাখী, অধিক রাত্রে মাঠে চলিবার সময় প্রায় দেখা যায়।

পশ্চাতে চলেছে যুবা, নিতান্ত মলিন,
চীরমাত্র পরিধান ; ভাবনায় ক্ষীণ ;
স্বভাব-সুন্দর তনু অসিত বরণ,
প্রবেশ করেছে যেন বদনে বদন !
সহজ-বিস্তৃত চারু নয়ন যুগল,
অপমানে যায় যেন ক্রমে রসাতল ;
কাতর চরণ তার উঠিতে না চায়,
পদান্তে ফেলিতে পদ জড়াইয়া যায় ;
রুক্ষ কেশ ; ঘন শ্মশ্রু চিবুক-মণ্ডলে ;
মলিন উভয় গণ্ড নয়নের জলে ;
বিশাল ললাট তার এবে কান্তিহীন,
নিরন্তর স্বেদ-জলে হয়েছে মলিন।
এইরূপ দুই জনে যায় পায় পায়।
সাবাসি সাবাসি আশা সাবাসি তোমায় !
অদূরে দেখিল যুবা, সাগরের জলে
ভাসিছে তেজের রাশি ; যেন ক্ষিতিতলে
পড়েছে অম্বরমণি খসিয়া, আদরে
প্রসুপ্ত ধরার মুখ চুম্বিবার তরে !
এবে আর নাহি সেই প্রখর কিরণ !
প্রেমে ঢল ঢল রবি লোহিত বরণ !
উজ্জ্বল শীতল কান্তি জুড়ায় নয়ন,
দশ দিকে করে যেন সুধা বরিষণ।
বিস্ময়ে চকিত যুবা বলে মনোহর,
একি দৃশ্য এবিজনে ! প্রমত্ত সাগর

পরিয়াছে একি বেশ ! একি চমৎকার !
কোথা পেলে সিন্ধু আজ হেন অলঙ্কার !
অবশেষে সম্বোধিয়া বলে—'দয়াশীলে !
বল দেবি ! বল শুনি, জলধি-সলিলে,
অকালে উদিত কেন নবীন তপন ?
আহা কি শীতল কান্তি নয়ন রঞ্জন !
ফিরিয়া সুধাংশুমুখী, স্মিতসুধা-রসে
সিঞ্চিয়ে যুবার মন, বলিলা সরসে ঃ—
'রহ রহ ক্ষণকাল রহ প্রিয়তম !
এখনি জানিবে তত্ত্ব যাইবেক ভ্রম।
ওই যে তেজের রাশি জলধি-জীবনে,
জ্বলিছে শীতল-কান্তি, বলিব কেমনে
আপন সৌভাগ্য-কথা আপন বদনে,
নহে উহা প্রিয়তম ! নবীন তপন ;
নহে উহা নীরধির নব আভরণ !
উহা এই অবলার মণিময় তরি,
ঝলিতেছে দশদিক সুপ্রকাশ করি,
কেবল তোমার দুখ করিতে মোচন,
জুড়াইতে আজি তব তাপিত জীবন।

এদিকে গভীর নিশি ক্রমে হয় ক্ষীণ ;
তারকা হীরক-মালা ক্রমে জ্যোতি-হীন ;
মৃদু মৃদু বহে ক্রমে দক্ষিণ বাতাস,
যুগান্তে প্রকৃতি যেন ছাড়িয়া নিশ্বাস

বসিলেন স্থির-ভাবে। যত তরুগণ
সঘনে কাঁপায়ে শির, হেলায়ে বদন,
মর্ম্মরিয়ে বলে কথা প্রকৃতির কাণে ;
বলে—'মাত! এতক্ষণ ছিলে কার ধ্যানে ?
উদের রোদন ধ্বনি শ্রবণ কুহরে
না আসে সতত আর ; দূরে বনান্তরে,
ব্যাঘ্রের বিকট রব হইছে বিরল ;
কারা-গৃহে কারা-বাসী নিদ্রায় বিহ্বল ;
অর্দ্ধরাত্র চিন্তাভরে গিয়াছে বহিয়া,
কাতর নয়ন-যুগ সলিল ফেলিয়া,
এবে দয়াময়ী নিদ্রা, আসি কারাগারে,
বসেছেন কোলে করি সেই অভাগারে,
দুর্লভ বিশ্রাম সুখ করিতে প্রদান।
ক্ষণকাল হৃদয়াগ্নি করিতে নির্ব্বাণ।

চেয়ে দেখ হেথা যুবা আশার বচনে,
আনন্দে অধীর হয়ে, ভাবে মনে মনে—
এইত পোহাল মম দুখ-বিভাবরী,
কে আর আমাকে পায়, আরোহিয়ে তরি
যাই আমি যাই ঘরে, দেখি গে কেমনে
আছেন দুখিনী মাতা, কি ভাবিছে মনে
সরলা কামিনী মম, যত বন্ধুজন
কিরূপে যাপিছে কাল। করে না স্মরণ
কখন কি তারা এই পামরের নাম।
এ পাপীর ভাগ্যে তারা হয়েছে কি বাম!

অথবা সকলে তারা মিলিয়া যখন
কহে কথা নানা মত, বুঝিবা তখন,
ছাড়িয়া নিশ্বাস, কেহ বলে হায় হায়!
মনে হলো আজি কেন কথায় কথায়
সেই অভাগার নাম! নাজানি সেখানে
কিরূপে কাটায় কাল আছে কিনা প্রাণে।
কেহ বলে—আন্দামান স্থান ভয়ঙ্কর,
বিজন অরণ্যময়, জলধি ভিতর!
কে দেখিবে তারে তথা কে করে যতন?
এত দিনে গেছে বুঝি শমন-সদন!
কেহ বলে—নেত্রে বহে অশ্রু অবিরল,
মরি! তার যুবতীর বদন কমল
হেরি যবে!! অভাগিনী নিতান্ত মলিন
দিনে দিনে ভাবনায় হইতেছে ক্ষীণ।
নবীন যৌবন মরি! ভোগের সময়,
বিফলে বহিয়া গেল; নিবিবার নয়
সে আগুণ, জ্বলে যাহা তাহার অন্তরে,
দেখিলে তাহার মুখ পাষাণ বিদরে।
কেহ বলে—শিশু তার রুচির-দশন,
আসে যবে খেলাইতে সহাস্যবদন,
অপর বালক সনে; তাহারা সকলে
আপন পিতার কথা পরস্পর বলে ঃ—
কোন শিশু বলে, 'বাবা দেবেগো আমারে
কেমন পুতুল কিনে! বলেছি বাবারে'

কোন শিশু বলে 'বাবা কিনেছে আমার,
কেমন সুন্দর যুতো।' আহা অভাগার
অভাগা সন্তান, হায়! বলে আধস্বরে :—
'কাল গো আমার বাবা আসিবেক ঘরে,
কত কি আমার তরে আনিবে কিনিয়ে।'
বল শুনি ভ্রাতৃগণ সে কথা শুনিয়ে
কাহার পাষাণ-মন গলিয়া না যায়;
না কাঁদে এরূপ নর কে আছে ধরায়!'
হায় আমি গিয়া যদি করিরে শ্রবণ
এসব বচন; তবে, জানি না তখন,
কি হবে আমাব মনে; হরিষ-অন্তরে
বলিব সে সবে ডাকি সম্বোধন করে,
চেয়ে দেখ বন্ধু-গণ! এই সে পামর,
এই সে পামর দেখ তরিয়া সাগর
উপস্থিত নিজধামে, নয়নের জল
মুছ মুছ ভ্রাতৃগণ! কর আলিঙ্গন
সবে মিলে একেবারে জুড়াক জীবন।

হয়ত দেখিব গিয়া শয়ন-মন্দিরে
বসিয়া সুধাংশুমুখী; বহে ধীরে ধীরে
দুই নেত্র দিয়া তার শোক অশ্রু জল;
নাসাগ্রে ঝরিছে বিন্দু ভিজিছে কুন্তল।
বামকরতলে রাখি বিষণ্ণ বদন,
চিন্তার সাগরে কান্তা রহেছে মগন।

পাশেতে অবোধ শিশু অঘোর ঘুমায় ;
রয়েছে মাতার কোলে নাহি কোন দায় !
এক দৃষ্টে শশিমুখী তাহার বদন
সজল নয়নে শুধু করে নিরীক্ষণ !
প্রতিক্ষণে যেন নব শোকের উদয় ;
না মুছিতে এক ধারণ অন্য ধারা বয়,
গৃহ-কর্ম্ম-শেষে প্রিয়া করিতে শয়ন
এসেছে শয়নাগারে, করি দরশন
নিদ্রিত সুতের মুখ, শোক পারাবার
উঠিয়াছে উথলিয়া ; নাহি পারে আর
নিবারিতে সে যাতনা অস্থিরা সুন্দরী ;
কাঁদিছে বিজনে বসি পূর্ব্ব কথা স্মরি।
এহেন সময়ে যদি সহসা যাইয়া
খুলি দ্বার একেবারে, আমাকে দেখিয়া,
চমকে উঠিবে সতী, মুছে নেত্র জল,
একে ! একি হলো ! বলে হইবে চঞ্চল।
কাঁপিয়া উঠিবে আহা কোমল হৃদয় !
দুষ্ট জন ভাবি মনে বাড়িবেক ভয়।
বল দেখি পাপী মন ! এভাব যখন,
দেখিবে স্বচক্ষে তুমি, কি হবে তখন ?
তখন বলিব আমি, ' শশাঙ্ক-বদনে !
ভয় নাই, ভয় নাই, নহি সুলোচনে !
নহি আমি সুধা-মুখি ! কোন দুষ্ট জন।
হয় নাকি অয়ি প্রিয়ে ! হয় না স্মরণ,

গিয়াছি যে কত দিন তোমারে ফেলিয়া ;
আছ কিলো শশি-মুখি ! সকল ভুলিয়া ?
পেয়েছি অনেক ক্লেশ যাতনা অপার ;
তরেছি অনেক পুণ্যে ঘোর পারাবার,
দেখিতে ও মুখ-শশী বহুকাল পরে
আবার সুধাংশু মুখি ! এসেছিলো ঘরে,
যত বিন্দু নেত্র জল পড়েছে আমার
এস চুম্বি সুধাধরে আজি তত বার।
ভাবিতে ভাবিতে যুবা যায় পাছে পাছে ;
ক্রমে আসি উতরিল জলধির কাছে।
দেখিল মোহন তরি করে ঝল মল
দশদিকে ছুটে আভা নিতান্ত উজ্জ্বল
কি সিন্দুর বাত-পট বিচিত্র-বরণ।
উগারিছে দীপালোকে বিচিত্র কিরণ।
অম্বরে উড়িছে কেতু পবনের ভরে
হাসিছে দাঁড়ায়ে তরি প্রশান্ত সাগরে ;
দেউটীর মালা মরি কিবা চমৎকার !
রাজরাণী গলে যেন হীরকের হার !
যেই মাত্র শশিমুখী যুবকের সনে
আসি উতরিল তথা, অমনি সঘনে
বাজিল মুরজ বীণা তরির ভিতরে ;
অবাক হইয়া যুবা বিস্মিত-অন্তরে
আশার গর্ব্বিত মুখ করে দরশন ;
অদ্ভুত এ দৃশ্য মনে করিছে বর্ণন।

হেন কালে চেয়ে দেখ, তরুণী দুজন
উজ্জলি তরির পৃষ্ঠ, সস্মিতবদন,
দাঁড়াল বাহিরে আসি ; আশার হৃদয়ে
না ধরে আনন্দ আর ; পুলকিত হয়ে
আরোহিল তরি বামা ধরিয়া আদরে
তাহাদের পদ্মকর ; প্রফুল্ল অন্তরে
তুলিল যুবাকে সবে—হায় ! অভাগার
কে পারে বর্ণিতে, মন হলো যে প্রকার।
আশা বলে—‘ প্রিয়তম ! দেখ অবসান
হলো তারাময়ী নিশা ; ওই ভানুমান
উঠিছে সলিল হতে লোহিত বরণ ;
বুঝিবা ধরণী খুলি তমোবগুণ্ঠণ,
লইছে দিবস-নাথে আদরে ডাকিয়া।
পোহায়ে সুখের নিশি, শাবকে রাখিয়া
নিভৃত নীড়ের মাঝে, বিহঙ্গম-গণ
ওই দেখ, সিন্ধু-তীরে করে আগমন।
আহাকি অপূর্ব্ব শোভা মরি মনোহর !
ছাড়িয়া চপল ভাব সুস্থির সাগর।
উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, যেদিকে নয়ন
ফিরাই, কেবল হেরি সুনীল বরণ।
আজি সুপ্রভাত নিশি ; নবীন তপনে
করহে প্রণাম কর। ভেবে দেখ মনে
দুই দণ্ড গত হলো, ছিলে কোন খানে
কিরূপে চলেছ কোথা ! ওই আন্দামানে

রহিল পড়িয়া তব কুটীর বিজন ;
পিঞ্জর ছাড়িয়া শুক করে পলায়ন।
বুঝিবা প্রহরী কেহ তব অন্বেষণে
এহেন সময়ে আসি তোমার ভবনে,
তোমাকে নাহেরি তথা, বিস্ময়-সাগরে
মগ্ন হয়ে ভাবে শুধু সভয় অন্তরে ;—
কি আশ্চর্য্য! জলনিধি অপার দুর্জ্জয়
পরিখা সমান শোভে ; যমের আলয়
শ্বাপদ-সঙ্কুল হেন ভীষণ কানন ;
নাহি জানি কোথা আজি গেল এই জন।
বহু অন্বেষণ পরে তব দরশন
না পাইয়া ফিরে ঘরে করিবে গমন ;
ঘুষিবে একথা গিয়া সবার শ্রবণে,
সবিস্ময়ে নানা কথা কবে নানা জনে।
কেহবা বলিবে—' হায় না পারিয়া আর
সহিতে সতত হেন জীবনের ভার,
সিন্ধু-জলে আজি তনু করি বিসর্জ্জন,
অভাগা শীতল বুঝি করিল জীবন।
অপরে বলিবে—' বুঝি বিকট কাননে
প্রবেশিল হতভাগ্য, শ্বাপদ-বদনে,
পাপের আধার দেহ দিতে উপহার,
হৃদয়ের জ্বালা হতে পাইতে নিস্তার।
আহা! কারাবাসী যারা তোমার সমান,
শুনিবে তোমার কথা করি প্রণিধান।

যবে তারা হেন কথা করিবে শ্রবণ,
ঝরিতে থাকিবে আহা যুগল-নয়ন !
বলিবে নিশ্বাস ছাড়ি, বড় বুদ্ধিমান,
বড় বুদ্ধিমান তুই ! করিলি প্রস্থান
কোথায় সবারে ফেলে ? পেলিরে উদ্ধার,
সাঙ্গ হলো লীলাখেলা পাপের সংসার।
তারা সবে সে সময়ে করিবে মনন
দেহ ছাড়ি সিন্ধু-জলে, ত্যজিতে জীবন।

এরূপ কহিছে দেবী ; এহেন সময়ে,
অতি শুভ্র সুচিকণ ক্ষৌমযুগ লয়ে
সহচরী সুলোচনা তথা উতরিল
সস্মিত কটাক্ষে হেরে বলিতে লাগিল,
সপ্তস্বরা বীণা যেন বাজিয়া উঠিল !
ধীরে বলে শশীমুখী, লও মতিমান !
লও লও ক্ষৌমযুগ কর পরিধান।
পরিহর হীন বেশ ; সোনার শরীর
মলিন মসির মত, নয়নের নীর
থাকে না থাকে না মরি ! গলিত বসন
এহেন সোনার দেহে করি দরশন।
এত বলি বস্ত্রযুগ করিল প্রদান ;
হৃষিত অন্তরে যুবা করি পরিধান,
বসিল আশার পাশে ; সুরূপা কিঙ্করী
চামর দুলায় কেহ ; কোন সহচরী

অগুরু-বাসিত-বারি করে বা সিঞ্চন ;
বরষি অমৃত ধারা গায় কোন জন।

এবে সেই কারাবাসী—যাহার চরণ
কঠিন নিগড়-পাশ করিত বহন,
দহিত যাহার হৃদি ভাবনা-অনলে,
বহিত যামিনী যার নয়নের জলে,
এবে সেই কারাবাসী, যেন নরবর
অমূল্য আসনে বসি হরিষ-অন্তর,
কহিছে আশার সনে কথা নানা মত
অন্তরে আনন্দ-সিন্ধু উথলে নিয়ত।

কিন্তু দেখ, কাদম্বিনী, গভীর-বরণ,
আচ্ছাদি দিগন্ত মুখ, ব্যাপিয়া গগণ,
সমুদিল পূর্ব্বদিকে ; তরুণ তপন
আহা মরি লুকাইল বুঝিবা লজ্জায় !
সচকিত ধরাবাসী উর্দ্ধমুখে চায়।
চপল বিজুলি ছুটে উজলি গগণ,
থর থর কাঁপে ধরা শুনিয়া গর্জ্জন।
ছুটিল অশনি-বাণ গরজি গভীর,
গগণ ফাটিয়া যেন হয় শত চির !
ছুটিল অম্বর পথে করি হুহুঙ্কার,
সামাল্ সামাল্ ধরা যায়রে সংসার।
দাড়াইল সদাগতি ভয়ে স্তব্ধ হয়ে
প্রকৃতি মলিন কান্তি ধরিল সভয়ে ;

দূরে গেল হাসি মুখ! নিস্তব্ধ সংসার,
জলদের পদে যেন করে নমস্কার;
স্থির হয়ে তরুগণ ঊর্দ্ধশিরা হয়ে,
নীরবে দাঁড়াল সবে যেন বা সভয়ে।
জন-স্থানে—জনগণ ব্যাকুল-অন্তর
নেরে, দেরে, আয় আয়, রব ঘোরতর।
মাতার কোলেতে শিশু উঠে সিহরিয়া
সন্ত্রাসে কাঁদিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া;
চরিতে চরিতে পাখী ফেলিয়া আহার
আসিছে আপন নীড়ে, শিশুগুলি তার,
বসিছে ঢাকিয়া আসি পক্ষপুট দিয়া;
কুক্কুর বিড়াল আদি ভ্রমণ ছাড়িয়া
আপন শয়ন স্থানে করিছে গমন;
নিজ বলে বন জন্তু করে পলায়ন।
মাঠ হতে ধেনুগণ ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ করে
ধাইয়া আসিছে গৃহে সভয় অন্তরে;
গৃহস্বামী ঊর্দ্ধমুখে হেরিছে গগণ,
বুঝি ঝড়ে যায় গৃহ, চিন্তাতে মগন।
কোথাবা, অশনি পড়ে—তুঙ্গ তরুবর
দাঁড়ায়ে জ্বলিয়া গেল। হতভাগ্য নর,
কোথাবা জলের ভয়ে ছিল তরুতলে,
সেখানে অশনি তারে থাক্ থাক্ বলে,
গর্জ্জিয়া সরোষে যেন করিল প্রহার;
নিমেষে জীবন-রত্ন হরিল তাহার।

ধরাতে পড়িল তনু হারায়ে চেতন,
ভিক্ষার ঝুলিটি, তার কক্ষেতে তখন
তখনো রয়েছে হায়! ভিক্ষাযাত্রা তার
যম-পুরী-যাত্রা হলো ; কেবা নেত্র ধার
তার তরে শোক-ভরে করে বিসর্জ্জন!
নিতান্ত সে হতভাগ্য নাহি বন্ধুজন।
কোথা বা, ধনীর কোন আদরের ধন—
একমাত্র পুত্র, ছিল ত্রিতল উপরে,
রোধিয়া সকল দ্বার, উল্লাস অন্তরে,
কতিপয় বন্ধু-সনে, নিভৃত-ভবনে,
মত্ত ছিল পরিহাসে ; কিম্বা প্রিয়াসনে
কৌতুক তরঙ্গে ভাসি ছিল অন্য মনে ;
সেখানে অশনি করি কঠোর গর্জ্জন,
সেহেন প্রাসাদ-শৃঙ্গ করি বিদারণ,
বিনাশিল যুবতীর হৃদয়ের ধনে ;
মূর্চ্ছাগতা হেম-লতা, একা ধরাসনে
রহিল অনাথা পড়ে ; প্রাণেশ্বর তার,
পলাল ধনীর ঘর করি অন্ধকার।
কোথা বা—প্রবাসী কেহ বহুদিন পরে,
উৎসুক অন্তরে আসে আপনার ঘরে,
তৃষিত হৃদয় তার, হেরিতে নয়নে
দয়িতার প্রেম-মুখ ; লয়েছে যতনে
বিলাস সামগ্রী কত, মনোজ্ঞ বসন
মহামূল্য নানাবিধ বিচিত্র ভূষণ,

পথ-মাঝে ঘন-ঘটা হেরি ভয়ঙ্কর,
বিষাদে মলিন মুখ, কম্পিত অন্তর,
পার্শ্ববর্ত্তী কোন এক গৃহীর আবাসে,
গিয়াছিল ক্ষণ কাল বিশ্রামের আশে।
সেখানে ভীষণ বজ্র করি হুহুঙ্কার
অমূল্য জীবন-রত্ন হরিল তাহার।
এদিকে জলধি-জলে,—মলিন বদনে
তরিপৃষ্ঠে বসি যুবা সজল নয়নে।
কভু হেরে ঊর্দ্ধমুখে গগণ মণ্ডল ;
কভু স্থির-নেত্রে হেরে নীরধির জল ;
চারিদিকে শোভে সিন্ধু ভীষণ অপার,
কি করিবে কোথা যাবে না দেখে নিস্তার।
'সুগভীর গরজনে' মেদিনী গগণ
কাঁপায়ে, অশনি-বাণ ছোটে অনুক্ষণ।
চিকি চিকি শিরোপরে বিজুলী খেলায় ;
সুস্থির গভীর সিন্ধু স্তম্ভিতের প্রায়।
বুঝিবা দাঁড়ায়ে বীর বাঁধে পরিকর
সংহারিতে সৃষ্টিকার্য্য, গর্ব্বিত সাগর।
ভয়েতে অবশ দেহ সরেনা বচন ;
অবিরল জলে ভাসে যুগল নয়ন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে—'এতকাল পরে
আজি বুঝি গেল প্রাণ জলধি উদরে।
কেন বা আইনু হায়! ছাড়ি কারাগার!
কেদিবে আশ্রয় কোথা পাইবা নিস্তার।

হে বীর তটিনীপতি! হেন বীর সাজ,
ধরিলে হে সাধিবারে বল কোন কাজ?
এপাপীর তুচ্ছ জীব হরিবার তরে
এহেন উদ্যোগ কেন? ক্রম সজ্জা করে
কখনো কি পশুরাজ ইন্দুর বধিতে?
লও তুমি নিজ-গর্ব্বে হাসিতে হাসিতে
অভ্রভেদী গিরি কত! কত জনস্থান
পূর্ণ ছিল ধনে জনে, করিয়া প্রদান
তোমার কঠোর করে কালেতে সকল,
তোমার উদরে সিন্ধু! গেছে রসাতল,
হয়ত সময়ে তারা বিপুল ধরায়,
দেশে দেশে দিশি দিশি করেছে বিস্তার
আপন গর্ব্বিত নাম; কিন্তু কোনো জন
বলিতে না পারে এবে, কোথায়, কখন,
ছিল সেই রম্যস্থান, গেলবা কোথায়
আজি তাহাদের নাম কল্পিতের প্রায়।
যাহার এসব খেলা আঁখির নিমেষে
তারে কি সাজিতে হবে আজি বীর-বেশে
পামরের পাপী প্রাণ হরিবার তরে!
লবে যদি লও প্রাণ; রণ রজ্জা করে
কি হবে দুরন্ত সিন্ধু! বল কতক্ষণ
যুঝিব তোমার সনে রাখিতে জীবন?
রাজ-পুরী মনোহর ছিল এক কালে
দাঁড়ায়ে তোমার তীরে; যায় উচ্চ ভালে,

"ভুবন বিজয়ী এই উচ্চতর নাম,
লিখেছিল পোড়া বিধি ; তুমি তারে বাম,
হয়ে ভাই রত্নাকর, তরঙ্গ প্রসারি,
ভাসাইলে সব সুখ ; দিগন্ত-বিস্তারি
ডুবাইলে যশ তার ; তব বাহু-বলে
দেখিতে দেখিতে সব গেল রসাতলে।
রহিল প্রাসাদ তুঙ্গ, কিন্তু সিংহাসন
গেল ভাসি তব নীরে, হারাল জীবন ;
রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র, যত প্রজাগণ ;
ভাসায়ে সকল সিন্ধু ! এলে নিজ স্থানে ;
অতুল ঐশ্বর্য্য হায় ! গেল কোন খানে।
জান কি সাগর ! এবে সেই রম্য পুরী
রয়েছে কোথায় পড়ি, কিবা বেশ ধরি ?
এবে সে নগরী, ঝাঁপি অরণ্যে বদন
রহেছে বিজনে, নাহি জানে কোন জন।
এবে সেই রাজ-বাটী গিয়াছে পড়িয়া,
কত তরু তদুপরে আছে দাঁড়াইয়া।
মহিষীর বাস গৃহ—যথা নর-পাল
'প্রেমাভাসে রসোল্লাসে' হরিতেন কাল ;
যথা জল-যন্ত্রে বারি আসি অনুক্ষণ
নিদাঘের উগ্র তাপ করিত বারণ ;
যথা শত সহচরী ছিল নিরন্তর
যোগাইতে গন্ধমাল্য ; কঠোর সাগর !
আজি সে শয়নাগার রয়েছে পড়িয়া।

হয়ত শ্বাপদ কোন ভগ্ন-দ্বার দিয়া
প্রবেশি, মনের সাধে করিয়া শয়ন,
নিদাঘের খর দিন করিছে যাপন।

আজি যদি কোন জন পায় দেখিবারে
সেই ভগ্ন রাজবাটী, ডাকিয়া তোমারে
বলে—'সিন্ধু! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি সার.
এ হেন নিগ্রহ তুমি করেছ ইহার!
এরূপ বীরত্ব করি, আজি রত্নাকর!
কেন ভাই! তুচ্ছ কার্য্যে বাঁধ পরিকর?
এরূপ বলিছে যুবা; নয়নের জল
দুই গণ্ডে মুক্তা সম বহে অবিরল;
হেন কালে ঘোরবেগে মূষল ধারায়
আরম্ভিল মহাবর্ষ; পাইয়া সহায়
প্রচণ্ড পবন আসি দরশন দিল।
একেবারে চরাচর কাঁপিয়া উঠিল।
কোথা যাবে ধরাবাসী দাঁড়াবে কোথায়
দেখি দেখি কেবা রাখে এবারে তোমায়;
পালারে পালারে সবে রুষেছে পবন
যায় সৃষ্টি রসাতল! ভূধর গহন
নদ নদী চরাচর কে পাবে নিস্তার?
দেখিব দেখিব অরে! কিরূপে সংসার!
থাকে আর হাসি মুখ? দুর্জ্জয় পবন
আজি বুঝি পদাঘাতে ভাঙে ত্রিভুবন!

টলিল অটল সিন্ধু, সামাল সামাল!
উপস্থিত বুঝি আজি প্রলয়ের কাল!
ছুটিল ভীষণ মূর্ত্তি উত্তাল তুফান,
সিংহনাদে বসুমতী যেন কম্পমান!
পড়িছে জলের মৎস্য পর্ব্বত শিখরে;
উত্তুঙ্গ শিখর কাঁপে থর থর করে;
প্রসারি করাল বাহু ছুটেছে সাগর;
হুহুঙ্কারে সর্ব্ব তনু কাঁপে থর থর;
যে দিকে নয়ন যায়, মত্তভাব ধরি,
তুলার পর্ব্বত সম ছুটিল লহরী;
রহ রহ বলে যেন চারিদিকে ধায়,
মরে রে অভাগা আজি সিন্ধুগর্ভে যায়!
সে তরঙ্গ মাঝে তরি কত থাকে আর!
ঘোর বেগে হাঁ হাঁ করে আসি বার বার,
প্রবল আঘাতে চূর্ণ করিছে সাগর;
প্রত্যেক আঘাতে জল উঠে নিরন্তর;
টলিল মত্তের মত সে মোহন তরি।
ম্লান মুখী শশীমুখী বলে—রে কিঙ্করি!
ধর রজ্জু, রাখ রাখ গেল যে ছিঁড়িয়া,
এই যায় ঐ গেল মরি রে ডুবিয়া!
উহু উহু! মরি মরি! কাঁপিছে শরীর;
শীত বাতে রুদ্ধ হয় বুঝিবা রুধির;
দেখিয়া এ হেন ভাব যুবার জীবন
উড়িল শরীর ছাড়ি। বিষণ্ণ বদন,

না পারে কহিতে কথা দুনয়নে আর
না পারে দেখিতে কিছু সকল আঁধার!
গর্জ্জিয়া দুর্জ্জয় সিন্ধু আসে যতবার,
ভয়েতে মুদিয়া আঁখি বলে—'কেন আর
পামরে যন্ত্রণা দাও নির্দ্দয় সাগর!
আর কেন অকারণ এত আড়ম্বর
অধিক বিলম্ব কেন! অগাধ উদরে
দাও স্থান, যাই আমি, যাই পরিহরে
পাপের সংসার আজি রাজার মতন;
নির্ব্বাণ হউক আজি এছার জীবন।

হায় মা! রহিলে কোথা; এই রসাতলে
যাই মা! জনম মত সাগরের জলে;
নমস্কার নমস্কার! দেও মা! বিদায়,
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায়।
জননি! তোমার ভালে এহেন যাতনা
লিখেছিল পোড়া বিধি, মনের বাসনা
রহিল মা! মনে মনে; যাই মা! এখন
মনে রেখ দয়াময়ি! জন্মের মতন।
তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
তিলমাত্র না শুধিনু আমি কুসন্তান!
লইয়া সে গুরু ঋণ যমালয়ে যাই,
তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই।

কোথায় রহিলে প্রিয়ে; চলিনু সুন্দরী,
তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি,

দেওলো বিদায়, যাই জন্মের মতন
আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভুষণ,
এত দিনে বিধুমুখি ! হারালে আমায়
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায় !
বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার
প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার !
বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যায়
বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়,
চারি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন !
আজি সে সুখের আশা দিনু বিসর্জ্জন,
একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই,
পামরের তরে কেহ কাঁদিবার নাই ;
এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন !
এস এস এক বার করসে রোদন।
আর যে পাবনা দেখা জনমের মত,
এস এস বলে যাই কথা গুটিকত।
আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিবা আমায়,
সুখে থেকো প্রাণেশ্বরি, বিদায় ! বিদায় !
কোথারে অভাগা শিশু ! পাপীর সন্তান !
জনমের মত পিতা করিল প্রস্থান !
বাছা রে তোমার দুখে ফাটিছে হৃদয়,
করেছি জীবন তোর আমি বিষময়
না পাইলে করিবারে পিতৃ সম্ভাষণ,
না দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন !

জন্মাবধি দুঃখভোগে কাটাইলে কাল ;
বয়োবৃদ্ধি হবে যত বাড়িবে জঞ্জাল !
পাপীর সন্তান বলি ঘৃণা হবে মনে,
থাকিবে লোকের মাঝে মুদিত বদনে,
এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়,
মনে রেখে বাছাধন, বিদায় ! বিদায় !

এরূপে ভাবিছে যুবা ; ফিরায়ে বদন !
দেখিল তরির পৃষ্ঠে নাহি কোন জন।
এদিকে নির্দ্দয় সিন্ধু ধরি ভয়ঙ্কর,
বর্ণনা অতীত ভাব, গহন, ভূধর,
গ্রাম, পল্লী, জল, স্থল করি একাকার,
ধাইছে মত্তের মত, অস্থির সংসার।
পবন পীড়নে গিরি হয়েছে কাতর
উন্নত গর্ব্বিত শির কাঁপে থর থর !
ঊর্দ্ধ শিরা তরু ছিল দাড়ায়ে কাননে
বিস্তারিয়া শত শাখা ; যথা ঘোর রণে
রণবীর সেনাপতি নিজ সেনা গণে
সাজাইয়া চারি পাশে করে অবস্থানঃ—
সেখানে পবন তার, হয়ে বেগবান
হরিল পত্রের নব মুকুট ভূষণ,
পরে, শাখা বাহু তার করিয়া ছেদন,
মদভরে পদাঘাতে ফেলিল ভূতলে ;
অভিমানে নত মুখে, মরি মরি বলে

পড়িল গর্ব্বিত তরু, এহেন সময়ে
রুষিয়া দুর্জ্জয় সিন্ধু আসি ঘোর-রবে,
ভাসাইয়া নিজ স্রোতে চলিল তাহারে!
হাবু ডুবু বনজন্তু মরে চারি ধারে।
কোথাবা অদূরে কোন তটিনীর তীরে
ছিল কোন ভিক্ষু-নারী পর্ণের কুটীরে,
লয়ে নিজ পুত্র কন্যা, ঝটিকার ভয়ে
অভাগী রমণী ছিল চিন্তাকুলা হয়ে;
প্রথমে পবন তার গৃহের ছাদন
হরিল নিদয় হয়ে; কোথাবা গমন
করে আহা অভাগিনী! কোথা লয়ে যায়
অঞ্চলের ধন গুলি; দাঁড়ায় কোথায়!
অবিরল জল ধারা পড়ে শিরোপরে,
গলিছে গৃহের ভিত্তি, পতি নাহি ঘরে;
না জানি ভিক্ষাতে গিয়া কিবা হলো তার,
কি করিব, কোথা যাব না দেখি নিস্তার!
এরূপ কাতর হয়ে ভাবিছে অবলা;
নেত্রজলে ভাসে মুখ নিতান্ত উতলা,
পুত্র গুলি চারি ধারে করিছে রোদন,
কাঁপিতেছে ওষ্ঠাধর লাগিয়া পবন!
এহেন সময়ে দেখ নির্দ্দয় সাগর,
রহ রহ বলে যেন কাঁপায়ে অন্তর,
ফাটায়ে হৃদয় তার, তথা উতরিল,
গেল রে গেল রে! ওই ডুবিয়া মরিল!

ওই গেল পুত্রগুলি, ভাসিল রমণী !
বিধিরে ! এহতে তুমি হানিয়ে অশনি
কেন না করিলে চূর্ণ অভাগির কায় ;
সেইত লইবে প্রাণ তবে কেন হায় !
তবে কেন দিলে বল যাতনা এমন !
ওই তার পুত্র দুটী হইল মগন ;
একে একে মিলাইল নয়ন উপরে ;
অভাগী একাকী শুধু, হৃদয়েতে ধরে
অঞ্চলের নিধি তার, কনিষ্ঠ সন্তান,
ভাসিয়া চলিল স্রোতে বাঁচাইতে প্রাণ।
ধরিল গৃহের চাল, সলিল সাগরে
ভাসিয়া আসিল যাহা পবনের ভরে।
ভাসিয়া আসিয়া জলে, শত বিষধর
রয়েছে বেষ্টিত তাতে মহা ভয়ঙ্কর !
সম্ভ্রমে উঠিতে গিয়া পুত্ররত্ন তার
হারাইল অভাগিনী, কে করে উদ্ধার।
ক্রোড় হতে পড়ে বাছা নিমেষ ভিতরে
একেবারে গেল হায় ! জলধি উদরে,
গৃহ চূড়া হতে হেরি সুতের মরণ,
হাহা রবে অভাগিনী উন্মাদিনী প্রায়,
ঝাঁপ দিল, পুত্রসনে ডুবিল তথায় !
কল্পনে ! চলরে এবে দেখি এক বার
তরি পৃষ্ঠে বসে যুবা আছে কি প্রকার।
ওই দেখ বসে আছে মলিন বদনে ;

দর দর বহে অশ্রু যুগল নয়নে।
ঊর্দ্ধ মুখে ঘন মালা হেরে একবার,
তরিপৃষ্ঠে দীন দৃষ্টি ফেলিছে আবার;
বিন্দু বিন্দু পড়িতেছে নয়নের জল
বিজন তরিতে বসি একাকী কেবল।
আসিল প্রবল ঝঞ্ঝা গম গম করে,
মুচ্ছিত হইয়া যুবা তরণী উপরে
ওই দেখ পড়ে গেল, কে দেখে তাহারে,
কোথা আশা লুকাইল আজি এ দুস্তারে।

চতুর্থ কাণ্ড।

স্বপ্ন।

স্থান—কুটীর। সময়—উষা।

এদিকে পোহায় দেখ সুখ-বিভাবরী
লোহিত-বরণী উষা, আসিয়া সুন্দরী,
সখীভাবে দিয়া কর পূর্ব্বাশার গলে,
হাসি হাসি দাঁড়াইল উদয় অচলে।
হেরে সে যুগল রূপ হিংসায় যামিনী
দ্রুতপদে অস্তাচলে চলে বিনোদিনী।
একেবারে সুখ-রাজ্য করি পরিহার
যাইতে সরেনা মন; তাই অন্ধকার
যায় যায় যায় যেন যাইতে না চায়,
নিশার অঞ্চল রূপে পশ্চাতে লোটায়।
শাখী-শাখে নিজ নীড়ে ছিল পাখীগণ,
সেইখানে এবারতা ঘুষিছে পবন।
একে একে উঠে তারা নিদ্রা পরিহরে ঃ
বন্দী-ভাবে, তাম্রচূড় থাকি বনান্তরে
বলিছে পতত্রিগণে ডাকি উচ্চস্বরে ঃ—
'উঠরে উঠরে ভাই! নিশি অবসান,'
ঘুমান প্রকৃতি মাতা, উঠ করি গান,
সকলে জাগাই তাঁরে; পোহাল রজনী;
উঠ উঠ; পূর্ব্বাচলে এল দিনমণি।'

সেই রবে দধিমুখ নিদ্রা পরিহরে,
আবাস-কুলায় ছাড়ি তরু শাখাপরে,
'জয় জগদীশ' বলে আসিয়া বসিল;
মধুর মুরলী তার বসি বাজাইল।
সারানিশি বনে বনে ভ্রমি নিরন্তর
প্রচণ্ড শার্দ্দূল এবে হইয়া কাতর,
মৃদুপদে হেলে দুলে নিজ স্থানে যায়;
শৃগাল শৃগালী এবে স্বস্থানে পলায়।
এখনো মৃগের শিশু মুদিয়া নয়ন,
সঙ্কোচিয়া চারি পদ ফিরায়ে বদন;
অকাতরে নিদ্রা যায় তৃণের শয্যায়;
রহেছে মাতার পাশে, নাহি কোন দায়।
কেবল হরিণী-মাতা উঠি এতক্ষণে,
দাঁড়ায়ে চাটিছে জঙ্ঘা আপনার মনে!
কারাগৃহে কারাবাসী রহেছে নিদ্রায়,
পরিশ্রান্ত কলেবর গতাসুর প্রায়।
সারানিশি জাগরণে কারারক্ষী নর
ঢুলু ঢুলু আঁখিপাতা, নিদ্রায় কাতর;
ধীরে ধীরে নিজস্থানে হয় অগ্রসর।—
উচ্ছ্বলিত হয়ে যথা তটিনীর জল,
তৃণ গুল্ম লতা পাতা ডুবায় সকল;
সেরূপ আঁধার জলে হইয়া মগণ,
ভূধর বিটপি আদি ছিল এতক্ষণ;
ক্রমে জোয়ারের জল হইছে বাহির,

একে একে তারা যেন তুলিতেছে শির!
সুনীল তামস বাসে ঝাঁপি সর্ব্বকায়,
এখনো করাল সিন্ধু রহেছে নিদ্রায়!
দ্রুত পদে বায়ুসবে যায় জাগাইয়া;
জলস্থল উঠে যেন নয়ন মুছিয়া।

জন-স্থানে—শিশুগণ উঠি এতক্ষণে
কাঁদিতেছে মা মা রবে; ভবনে ভবনে
একে একে উঠিতেছে কল কল রব।
ছাড়িয়া সুখের শয্যা শ্রবজীবি সব
দলে বলে নিজ কাযে হইছে বাহির;
সারানিশি গাত্র-দাহে থাকিয়া অস্থির,
পীড়িত অভাগা এবে তামসী নিশায়
'দূর হও' বলে যেন দিতেছে বিদায়।
কোন স্থানে মেষ-পাল উঠি এতক্ষণে
গুণি গুণি মেষদল আনন্দিত মনে,
একে একে গৃহ হতে করিছে বাহির।
থাকি রত দিবানিশি কাজে প্রহরীর,
কাতর কুকুর এবে, মুদিয়া নয়ন,
মোহিনী নিদ্রার কোলে আছে অচেতন।
কোথা বা গৃহস্থ কেহ মেলিয়া নয়ন,
গগণে ঊষার কর করি দরশন;
নিজ গৃহে করে গান সুললিত স্বরে,
পবন সে গীত লয়ে ফেরে ঘরে ঘরে।

পালী-গৃহে পারাবত সুখের শয়নে
প্রিয়ার নিকটে বসি, মুদিত নয়নে,
অকাতরে মনোসুখে নিদ্রাভোগে ছিল,
আসিল সুহাসি ঊষা, আশা প্রকাশিল
পালী-গৃহ ছাড়ি ক্রমে যায় অন্ধকার,
নিদ্রা-ভঙ্গে মেলি আঁখি, করিয়া বিস্তার,
একে একে পক্ষ পদ ; আলস্য ভাঙ্গিয়া,
প্রেয়সীর চঞ্চুপুটে চঞ্চুপুট দিয়া
বকম বকম রবে প্রণয়ের ভরে,
'উঠ প্রিয়ে' বলে যেন জাগায় আদরে !
কোথা বা গো-গৃহে বৎস রয়েছে বন্ধনে,
এখন পোহায় নিশি, ব্যাকুলিত মনে
মা, মা করে বার বার করিছে চীৎকার ;
অন্য স্থানে বদ্ধ থাকি জননী তাহার।
পারে না আসিতে তথা ; চঞ্চল অন্তর
ফেরে ঘোরে হোঁক হোঁক করে নিরন্তর।
যুবক দম্পতী, কোথা সুখের শয়নে
অকাতরে নিদ্রা যায় প্রেম আলিঙ্গনে।
ঊষার আলোক আসি জাল-রন্ধ্র দিয়া,
তামস-বসন যেন লইলা টানিয়া ;
এবে সে যুগল রূপ হেরিবার তরে,
কৌতুকী পবন যেন প্রবেশি সে ঘরে,
ধীরে ধীরে কাছে বসি মশারি তুলিল,
অমনি জাগিয়া যুবা নয়ন মেলিল।

উঠে বসি প্রেয়সীর মুখ দিকে চায়,
দেখে হৃদি-সরোজিনী রহেছে নিদ্রায়।
সেই হাসি-মুখ-খানি রহেছে তেমন;
নিদ্রায় দ্বিগুণ শোভে সে বিধুবদন;
সে সুচারু নেত্রযুগ আছে নিমীলিত;
সুচারু কুন্তল জাল, ঈষ আকুঞ্চিত
একবার পড়ে আসি গণ্ডের উপরে;
নিশ্বাস পবনে পুন দূরে যায় সরে।
দেখিয়া এহেন শোভা প্রণয়ে ঢলিয়া,
পরম আদরে তবে বলে সম্ভাষিয়া :—
উঠ প্রিয়ে! শশিমুখি! পোহালো যামিনী,
আর কেন, আঁখি-পাতা মেল সোহাগিনি!
তরুণ তপন এল উদয়-ভূধরে,
আর কেন পদ্ম-নেত্র নিমীলিত করে?'
কোথাবা বিজন গৃহে, শয্যার উপরে,
অভাগী যুবতী কেহ, রাখি বাম করে
বিষাদে মলিন গণ্ড, রহেছে চিন্তায়;
নয়নের জল তার, প্রবল ধারায়
বিন্দু বিন্দু অবিরত পড়িছে ভূতলে;
মাঝে মাঝে অশ্রু বামা মুছিছে অঞ্চলে!
নবীনা যুবতী বালা রূপের সাগর!
তথাপি তাহার পতি, নিতান্ত পামর,
ফেলে তারে অন্য স্থানে রজনী বঞ্চায়
তাই বালা নেত্র জলে বদন ভাসায়।

কোন স্থানে মৃত-পুত্রা অভাগী জননী,
হেনকালে তুলিয়াছে রোদনের ধ্বনি :—
'এই যে জাগিল বাপ্ সকল সংসার,
তুমি কিরে যাদুমণি ! জাগিবে না আর !
সবাই আনন্দে বাপ উঠিছে জাগিয়া
কোথা গেলি আয় বাপ্ ডাক্ মা বলিয়া।
এরূপে পোহায়ে যায় দেখ বিভাবরী,
পূর্ব্বাচলশিরে ঊষা হাসিছে সুন্দরী।
এদিকে মেলিয়া আঁখি দেখে চমৎকার,
সুপ্রসন্ন দশ দিশ, সুস্থির সংসার !
নাহি সে ঝটিকা বেগ, নাহি সে তুফান ;
অস্তাচলে চলে রবি দিবা অবসান !
পাশে এক মনোরমা নবীনা কামিনী,
রূপে উজলিয়া তরি আছে বিনোদিনী।
নাহি বেশ, নাহি ভুষা, তথাপি বদন,
বিকচ-কমল-কান্তি করেছে ধারণ।
বিশাল নয়ন-যুগ ঘন ভাসে জলে,
মাঝে মাঝে বাম করে মুছিছে অঞ্চলে ;
এক মাত্র বেণী তার বক্র ভাব ধরে
স্কন্ধ দিয়া পড়িয়াছে হৃদয় উপরে।
বাম জানু ভূমে পাতি, বিষণ্ন বদনে
দক্ষিণে চিবুক রাখি, সজল নয়নে,
ধীরে ধীরে করিতেছে তাহারে ব্যজন।
বৃন্ত ছাড়া করি ফুলে রাখিলে যেমন,

দেখিতে দেখিতে ক্রমে ম্লান হয়ে যায় ;
সেরূপ বদন তার নিমীলিত প্রায়।
নয়ন মোহিনী মূর্ত্তি তথাপি তাহার,
অপরূপ নিজ রূপ করিছে বিস্তার!

যুবতীর বাম স্কন্ধে করপদ্ম দিয়া,
সুন্দর একটী শিশু আছে দাঁড়াইয়া।
অনুমান বয়ঃক্রম পঞ্চম বৎসর,
অরাতি-মোহন তনু, সুঠাম, পীবর।
বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে মুখ দিকে তার
একদৃষ্টে কভু চাহে ; কভুবা আবার
যুবতীর ম্লান মুখ করে নিরীক্ষণ ;
বিষাদ সাগরে যেন রহেছে মগন ;
কভুবা ফিরায়ে মুখ বাম দিকে চায়,
জনেক রমণী আছে দাঁড়ায়ে তথায়।

মোহ নিদ্রা হতে যুবা মেলিয়া নয়ন,
যুবতীর মুখে দৃষ্টি ফেলিল যেমন,
অমনি ললনা মুখে অঞ্চল ঝাঁপিয়া,
একে বারে শোক-ভরে উঠিল কাঁদিয়া।
নাভি হতে গুরু শ্বাস উর্দ্ধেতে বহিল,
শোকেতে হৃদয় তার ফুলিতে লাগিল ;
শিশুটী অবাক হয়ে চাহি এক বার
সকলের মুখ পানে, অঞ্চল তাহার
ধীরে ধীরে মৃদু করে করি আকর্ষণ,
অবশেষে স্থির নেত্রে থাকি কতক্ষণ,

"কেন মা কাঁদিস" বলে কাদিয়া উঠিল।
সহসা এ দৃশ্য হেরে বিস্ময় বাড়িল।
উঠিয়া বসিল যুবা হয়ে চমৎকার,
ফেলিল সুস্থির দৃষ্টি উপরে বামার।
বিস্ময়ে পাসরি সব চিনিতে নারিল ;
বহুক্ষণ এক ভাবে চাহিয়া রহিল ;
সুধাংশু বদন ঢাকা সুনীল বসনে,
অভাগা সহসা হায়! চিনিবে কেমনে।
অবশেষে শিশুটীর মুখ দিকে চায়,
চিনিতে নারিল ; কিন্তু দেখিয়া তাহায়
অমৃত সাগরে মন হইল মগন ;
শীতল হইল প্রাণ ; জুড়াল নয়ন!
এহেন সঙ্কটে পড়ে মুখ ফিরাইয়া
অপর বামার দিকে দেখিল চাহিয়া ;
দেখিল সুমুখী আশা, দাঁড়ায়ে ললনা,
একস্থানে একভাবে প্রফুল্ল-বদনা।
চাহিতে মিলিল যেই নয়নে নয়নে,
অমনি মধুর হাঁসি সে বিধু-বদনে,
বিম্বাধরে এক বার বিজুলির প্রায়,
তরল খেলায়ে গেল, দেখিয়া তাহায়
বিশাল নয়নযুগ হাসিতে লাগিল ;
গণ্ডযুগ মৃদু মৃদু স্ফুরিত হইল।
আশার এ ভাব দেখে, ফিরিয়া আবার
যুবতীর মুখ দিকে চায় একবার।

অঞ্চল না খোলে বামা নামায়ে বদন
অবিরত বিধুমুখী করিছে রোদন !
এক মনে বহুক্ষণ অবাক হইয়া,
সমুদয় কলেবর দেখে ঠাহরিয়া।
দেখে সেই বাহুযুগ, সুগোল, সুন্দর,
এক কালে যাহা হায় ! করিয়া আদর,
প্রেমের শৃঙ্খল মত দিত নিজ গলে ;
দেখে সেই কেশ-পাশ যাহাতে বিরলে
গাঁথি বকুলের মালা দিত জড়াইয়া ;
কিন্তু বালা মুখ-শশি-রেখেছে ঢাকিয়া ;
চিনি চিনি করে যুবা কম্পিত হৃদয়,
সেই হবে, নয় বুঝি না যায় সংশয়।
এরূপ সংশয়ে, ভয়ে, দোলায়িত মন,
আশার আদেশে শেষে খুলিল বদন।
অমনি সে আঁখিযুগ দিল দরশন ;
চিনিতে বা বাকি আর থাকে কতক্ষণ।
সেই নীলোৎপল আঁখি দেখে মনোহর,
যাহাতে সে কতদিন করিয়া আদর,
আকর্ণ কজ্জল-রেখা দিত পরাইয়া।
অবশেষে প্রেম ভরে বলিত চুম্বিয়া
আমরি কি রূপ শোভা ! এহেন বদন
হয় নাই বুঝি আর হবেনা কখন !
আর কি সংশয়ে থাকে প্রণয়ীর প্রাণ ?
আর কি করিতে হবে পরিচয় দান ?

আহ্লাদে অবশ হলো ; দুটী নেত্র ধার
ধীরে ধীরে দুই গণ্ডে বহিল তাহার ;
রুদ্ধস্বরে বলে তবে—'তুমি কি সুন্দরি!
তুমি কিলো অভাগার হৃদি-রাজেশ্বরী ?
বহু দিন সুধামুখি! গিয়াছি ফেলিয়া,
আছ কিলো এতকাল সে জ্বালা সহিয়া,
অভাগারে পরিশেষে করিতে সান্ত্বন ?
এই যে এসেছি আমি, উঠ প্রাণ ধন!
মুছ মুছ নেত্র ধার, দেখ অভাগার
মুখ দিকে সুলোচনে চাহি একবার
রেখনা শশাঙ্ক মুখ ঢাকিয়া অঞ্চলে
সুহাসিনি! বাহুলতা পামরের গলে
প্রেম ভরে দিয়ে প্রিয়ে হাস এক বার ;
ভয় কি! তোমার আমি হলেম আবার।
দেখি নাই কতকাল ও বিধুবদন,
উঠ উঠ সোহাগিনি! করিলো চুম্বন।
এত বলি দ্রুত পদে ধরি পদ্ম করে,
যুবতীরে প্রেমভরে তুলিল আদরে।
বামবাহু দিয়া মধ্য করিয়া বেষ্টন,
আপন হৃদয়ে যুবা করিল ধারণ।
রাখিয়া শশাঙ্ক-মুখ পতির হৃদয়ে,
উঠিয়া দাঁড়াল সতী নম্রমুখী হয়ে ;
নয়নের জল তার নাসিকাগ্র দিয়া,
যুবার হৃদয়োপরে পড়িল বহিয়া।

অঞ্চলে মুছায়ে মুখ করিয়া চুম্বন,
বলিতে লাগিল যুবা মধুর বচনঃ—
আর কেন সোহাগিনি ! কাঁদ এ সময়,
হেন কালে অশ্রুপাত উচিত না হয় ।
পামরের পাপ কথা হ'ও বিস্মরণ,
ভোল প্রিয়ে ! শোক তাপ ; দেখ প্রাণধন !
তরিয়া অপার সিন্ধু দেখিতে তোমায়,
আবার শশাঙ্কমুখি ! এলেম হেথায় ।
কাঁদিয়া গিয়াছে দিন বিরসে বিজনে ;
এস প্রিয়ে ! বসো বসো হৃদি সিংহাসনে,
আবার রাজত্ব কর রাজ-রাজেশ্বরি !
আমি যে তোমার তাকি জাননা সুন্দরি !
অবশেষে ফিরে চাহি আশার বদনে,
বলে—'বলো কৃপাশীলে ! আনিলে কেমনে
এদিগে, এপথে, তুমি ? কোথা সে সাগর ?
মৃদুগতি স্রোতস্বতী দেখি মনোহর !
এই কি আমার দেশ ? চিনা নাহি যায় ;
বলো বলো দয়াময়ি ! আনিলে কোথায় ?'
আশা বলে—'চিন্তা নামে এই স্রোতস্বিনী
মানস সরস হতে উঠি কল্লোলিনী,
কিছু পথে মিলিয়াছে বাসনার সনে,
উভে মিলে পড়িয়াছে জলধি-জীবনে ।
শুনিয়া নূতন নাম হলে চমৎকার
আরো শুন, ইংরাজের নাহি অধিকার

এই মনোহর দেশে ; সবাই স্বাধীন ;
সুখ ভোগে অধিবাসী যাপে চিরদিন।
কিছুপরে দেখিবে হে পুরী মনোহর,
উহা মম রাজধানী আমোদ নগর ;
সুখের রাজত্ব হেথা, যে আসে তাহার,
যায় রোগ, যায় শোক, হৃদয়ের ভার।
এখানে উঠিয়া আসি তোমার কামিনী,
মহাসুখে বহুদিন আছে একাকিনী,
চল চল চল যাই সুখের আলয়ে,
করসে রাজত্ব তুমি নির্ভয় হৃদয়ে।
অবিশ্বাস করেছিলে আমার বচনে,
কোথায় এসেছ এবে ভেবে দেখ মনে ;
এতক্ষণে সিদ্ধ হলো কামনা আমার ;
এই লও দারা-সুত লওহে তোমার।
সুত কথা শুনি মাত্র শিশুর বদনে
ফিরিয়া চাহিল যুবা, দেখে দুনয়নে,
অপাঙ্গের প্রান্ত দিয়া সলিলের ধার
পড়েছিল ; এবে দুটী রেখা মাত্র তার,
বিষণ্ণ-কপোলপরে রহেছে পড়িয়া ;
মাতৃ পাশে বস্ত্র ধরি আছে দাঁড়াইয়া।
ভয়ে ভয়ে মুখ তুলি এক একবার,
প্রণয়-প্রফুল্ল মুখ দেখিছে তাহার।
অভাগা দেখিয়া তাকে 'এস বাবা' বোলে
পরম আদরে মরি ! তুলে নিল কোলে,

দুকপোলে দুটী চুম্ব করিল প্রদান,
আহা মরি! এত দিনে জুড়াইল প্রাণ।

আশা বলে—'আর কেন চলহে নামিয়া;
সুখেতে বিশ্রাম কর নিজ বাসে গিয়া।
এত বলি তরি হতে নামিল সুন্দরী।
পশ্চাতে চলিল যুবা, বাম করে ধরি
প্রেয়সীর পদ্মকর; দক্ষিণে যতনে,
চলিল করিয়া কোলে হৃদয়-রতনে।
উঠিয়া দাঁড়ায়ে তীরে সমীপেতে চায়;
কিছু দূরে পুরী এক দেখিবারে পায়।
উন্নত প্রাসাদ শত উঠেছে গগণে;
উড়িছে সুবর্ণ-কেতু ভবনে ভবনে;
বিটপী-নিকুঞ্জে পুরী রহেছে বেষ্টিত।
পথ-পাশে, শাখা-বাহু করি প্রসারিত,
সহস্র বকুল তরু, পথিকের শিরে
প্রচুর কুসুম বৃষ্টি করে ধীরে ধীরে।
বিস্ময়ে, সংশয়ে, ভয়ে, হইয়া কম্পিত,
মৃদু-পদে চলে যুবা; এখনো নিশ্চিত
জানেনা অভাগা হায়! কে সে বিনোদিনী;
কোথায় তাহাকে লয়ে চলেছে কামিনী।

কিছু দূরে আসি যুবা দেখে বাম পাশে,
মোহন উদ্যান মাঝে, বিশ্রামের আশে,
নর নারী শত শত রহেছে বসিয়া।
শত শত বিদ্যাধরী হেম-ঘট নিয়া,

শীতল সলিল সবে করে বিতরণ।
মধুর অমৃত ফল দেয় কোন জন।
কি আশ্চর্য্য! এত যাত্রী হয়েছে আগত,
যুবক যুবতী সংখ্যা তার মাঝে যত,
বয়োবৃদ্ধ-সংখ্যা তার দশ-ভাগ নয়।
দেখিয়া যুবার বড় বাড়িল বিস্ময়।
কোথাবা চাহিয়া দেখে, কোন সুলোচনা,
কুড়ায়ে বকুল ফুল, হয়ে এক মনা
যতনে গাঁথিছে মালা; কোন বা সুন্দরী
মালা লয়ে স্মিত-মুখে সুধা বৃষ্টি করি,
নিজ প্রণয়ীর গলে দেয় পরাইয়া।
কোথাবা সুন্দরী কেহ হাসিয়া হাসিয়া,
স্বামীর কোলেতে দেয় কুমার রতনে,
কোথাবা রমণী কেহ আপনার মনে,
তরু-তলে বসি সুতে করে স্তন দান;
'আয় ঘুম আয়' বলি করিতেছে গান।

দেখিতে দেখিতে যুবা যায় পায় পায়;
কিছু দূরে আসি দেখে, রূপের শোভায়
আলো করে দশ দিক্ সহস্র কিন্নরী,
উড়ায়ে বিচিত্র কেতু, মধু বৃষ্টি করি
অভাগার চিন্তাদগ্ধ বিশুষ্ক হৃদয়ে,
গাইতে গাইতে সবে সম্মিলিত হয়ে,
বাহিরিল পুরী হতে। বাহির হইয়া
আসিতে লাগিল তারা সেই পথ দিয়া।

সর্ব্বাগ্রেতে আসে রথ অতি সুসজ্জিত,
সুবর্ণ পতরে আঁটা মুকুতা-খচিত।
তার পরে করিবর প্রকাণ্ড শরীর,
দোলায়ে বিশাল শুণ্ড আসে মহাবীর।
সুবর্ণে জড়িত দন্ত ; শ্বেত কলেবর ;
মহামূল্য আস্তরণে মুকুতা ঝালর।
গম্ভীর ভাবেতে তারা আসিতে লাগিল ;
ক্রমে ক্রমে পরস্পর আসিয়া মিলিল।
আসি তারা সুমুখীর শ্রীচরণ তলে,
জানুপাতি ভক্তিভাবে নমিল সকলে।
সহচরী-মাঝে এবে ভুবন-মোহিনী
দাড়াইলা স্থিরভাবে ; সুরূপা সঙ্গিনী
দোলাইয়া বাহুলতা পরম সুন্দর,
দুই পাশে অবিরত ঢুলায় চামর ;
অবশিষ্ট যত সখী হয়ে একতান,
করযোড়ে দাড়াইয়া আরম্ভিল গান।
এদিকে অপুর্ব্ব শোভা পশ্চিম গগণে,
প্রাচীন তপন যেন, চিন্তাকুল মনে,
মৃদু-পদে যেতে যেতে অস্ত গিরিবরে,
একেবারে পড়ে গেল পশ্চিম সাগরে।
শুক্র দেবে কোলে করি আইল গোধূলি।
পাপীর অভাগা শিশু বাড়ায়ে অঙ্গুলি,
পুর্ব্ব দিকে পূর্ণ শশী দেখাইয়া দিল ;
হাসিয়া অভাগা তার বদন চুম্বিল।

অবশেষে শশীমুখী সখী এক জন
স্বর্ণথালে সুমুখীরে করিল বরণ।
বরিয়া সকলে পুন গলবস্ত্র হয়ে,
নমিল চরণ-তলে পদধুলি লয়ে!
শেষেতে উঠিলা দেবী রথের উপরে।
চারুহাসি সহচরী, সেই করিবরে
উঠাইল অভাগারে দারাসুত সনে;
অঙ্কুশ ধরিয়া নিজে প্রফুল্ল বদনে
বসিল সুমুখী; মরি কি শোভা তাহার!
ঐরাবতে সুররাণী দিলা যেন বার।

এরূপে বেষ্টিতা হয়ে সঙ্গিনীর দলে,
পূরীতে চলিলা দেবী; ঘোর কোলাহলে,
যাত্রী-গণ যুবা বৃদ্ধ সকলে ছুটিল;
সঙ্গে সঙ্গে জন স্রোত বহিতে লাগিল;
কতক্ষণে রথ আসি দক্ষিণের দ্বারে
উতরিল; শোভা তার দেখে একেবারে
বিস্ময়ে অভাগা মরি হলো হত-জ্ঞান!
নাহিক প্রহরী তথা; নাহি দ্বারবান;
কেবল সুধাংশু-মুখী দুটী সহচরী,
দুপাশে মোহন-বেশে বসি অশ্বোপরি।
দক্ষিণ করেতে কেতু ধরিয়া উজ্জ্বল;
পূর্ণ শশধর-করে করে ঝল মল;
বাম কক্ষে সুশাণিত দোলে তরবার;
চন্দ্রের আলোকে শোভা অপূর্ব্ব তাহার।

স্ফটিক-নির্ম্মিত স্তম্ভ, হীরক খচিত ;
উপরে চাহিয়া দেখে, সুবর্ণ-নির্ম্মিত
সুন্দর ফলকে, লেখা হীরক অক্ষরে,
গাথা এক নিরন্তর ঝল মল করে ঃ—
'আমোদ-নগর এই আনন্দের ধাম,
যে যা চাবে তাই পাবে পূর্ণ হবে কাম।'—
দেখিতে দেখিতে যুবা বিস্মিত অন্তরে,
ক্রমে প্রবেশিল আসি পুরীর ভিতরে!
পুরীতে অদ্ভুত সব করে দরশন ;
পথের উভয় পাশে স্ফটিক-ভবন।
প্রত্যেক ভবনে দেখে জন কোলাহল,
নৃত্য গীতে চারি দিক করে টল মল।
যথা তথা উপবন শোভে মনোহর ;
কুসুম-সৌরভে পুরি করে ভর ভর।
যুবক যুবতী সব, প্রফুল্ল বদন,
কভু হেতা কভু সেথা করিছে গমন।
ঔৎসুক্য দেখিয়া তার, রাখিয়া তাহারে
নিজ বাসে গেলা দেবী ; নামি দুই ধারে
দেখিতে লাগিল যুবা প্রেয়সীর সনে ;
একে একে যায় সব ভবনে ভবনে।
করি হতে প্রিয়াসনে নামিল যখন,
যুবক দম্পতী এক আসিয়া তখন
উতরিল সেই খানে। দেখে চমৎকার!
সেই যুবা একজন প্রিয় বন্ধু তার ;

বঙ্গ-ভূমে ছিল যবে, তবে সেই জন
হয়েছিল দেশান্তর ; এত দিন পরে
প্রেয়সীর সনে আসি মিলেছে আদরে।
কিন্তু সে অদ্ভুত কাণ্ড দেখে চমৎকার!
সদা তার যুবতীর নেত্রে বহে ধার।
বাহিরে কাঁদিছে বালা আনন্দ অন্তরে ;
চলিছে নাথের কর ধরি পদ্ম-করে।

কহিতে কহিতে কথা তাহাদের সনে,
প্রবেশে অভাগা এক স্ফটিক-ভবনে।
দেখে তথা সিংহাসনে বসে এক জন ;
পাত্র মিত্র চারি পাশে বসে অগণন।
শত শত দাস দাসী তাহাকে ঘেরিয়া,
করযোড়ে চারি ধারে আছে দাঁড়াইয়া।
সুরূপা কিঙ্করী দুটী চামর ঢুলায়,
কিবা সুসজ্জিত বাটী ইন্দ্র পুরী প্রায়!
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তার চীর পরিধান ;
বিশীর্ণ মলিন তনু, ভিখারী-সমান!
দেখিয়া অভাগা তারে চিনিল তখন ;
বঙ্গদেশে, দ্বারে ভ্রমি সেই জন,
দিন দিন ভিক্ষা মুষ্টি সঞ্চয় করিয়া
থাকিত অনেক কষ্টে জীবন ধরিয়া।
দেখিয়া তাহার কাণ্ড হাসিছে সকলে ;
কেহবা করিয়া ঘৃণা যায় অন্য স্থলে।

কোন গৃহে গিয়া দেখে, এক বিদ্যাধরী
হীরক মুকুট শত লইয়া সুন্দরী,
সুস্বরে ডাকিয়া বলে ;—' কবি যত জন
আছ, সবে এই দিকে কর আগমন।'
মিত্রামিত্র কবি কত গণা নাহি যায় !
সকলেই সেই দিকে মস্তক বাড়ায়।
কেহবা পুস্তক খুঁলি পড়ে ঊর্দ্ধ-স্বরে ;
আপন ক্ষমতা বুঝে আপন অন্তরে।
নিজ মনে বিনোদিনী মুকুট লইয়া,
একে একে সবাকারে দেয় পরাইয়া।
কিন্তুসে অদ্ভুত তথা দেখে চমৎকার ;
সুপ্রসিদ্ধ কবি যত কোনো জন তার,
যায় নাই সেই গৃহে ; দেখিল কেবল,
বর্ণ-পটু কবি যত করে কোলাহল !
প্রবেশি দেখিল পরে অপর ভবনে ;
খেলিতেছে শিশু এক প্রফুল্ল বদনে ;
জনক জননী তার কভুবা তাহারে,
কোলে করি লইতেছে রতন আগারে ;
কভু রত্ন-আভরণে করিয়া সজ্জিত
ভাবিতেছে রাজ-পুত্র ; হয়ে হরষিত
কভু তারে বসাইছে বিচার আসনে ;
তাহাদিগে দেখে যুবা হাঁসে মনে মনে।
বঙ্গ দেশে ছিল তারা অতি দীন হীন ;
অন্নের চিন্তায় ব্যস্ত ছিল নিশি দিন।

এই রূপ নানা কাজে ; আনন্দে সবারি
হৃদয় প্রফুল্ল দেখে ; বিষাদ সেখানে
নাহি পায় কভু স্থান। প্রমোদ উদ্যানে
নাচিছে গাইছে সবে ; ঘন কুঞ্জ-বনে
বসন্তের সখা বসি কুলায়-ভবনে,
সুমধুর কুহু-রব করিছে নিয়ত।
মল্লিকার বাস হরি, মারুত সতত,
কুঞ্জে কুঞ্জে, গৃহে গৃহে, খেলিয়া বেড়ায় ;
শিরোপরে সুধানিধি প্রবল ধারায়,
চারিদিকে সুধা-বৃষ্টি করে নিরন্তর ;
যায় শোক, যায় তাপ, জুড়ায় অন্তর ;
দেখিয়া দেখিয়া যুবা বেড়ায় যেমন
ভয়ঙ্কর অগ্নিবর্ণে রঞ্জিল গগণ ;
দশদিক একে বারে জ্বলিয়া উঠিল ;
সন্ত্রাসে কাঁপিল মন, নয়ন নিবিল।
অনুপম তেজঃ-পুঞ্জ কার সাধ্য চায় ;
সহস্র অশনি যেন মিলিল তথায়।
অন্তরীক্ষে অগ্নি মাঝে হইল হুঙ্কার ;
একে বারে কেঁপে উঠে যেন ত্রিসংসার ;
সংজ্ঞা হীন হয়ে পড়ে কত নারী নর !
সে অনল মধ্য হতে সুগভীর স্বরে,
বলিল ডাকিয়া—'ধিক্ হতভাগ্য নরে ;
আশার ছলনে ভুলে ডুবেছে মায়ায় ;
কল্পিত সুখের ভোগে উন্মত্তের প্রায়।

হা কি লজ্জা ! কি আশ্চর্য্য! কখনো সফল
হবেনা যে ইচ্ছা কেন তাহাতে চঞ্চল ?
যেবা যেথা আছে, সুখ তাহাতে নিশ্চয় ;
ভক্তি ভরে করে যদি বিভু পদাশ্রয়,
কথা শেষে পুনরায় হইল হুঙ্কার
আশার স্ফটিক-পুরী,একি চমৎকার !
নিমেষে নিমেষে যেন গলিতে লাগিল ;
দ্বিতল ত্রিতল ক্রমে শূন্যে মিলাইল।
তৃতীয় হুঙ্কারে সব হলো অন্ধকার ;
একেবারে চারি দিকে উঠে হাহাকার !
সম্ভ্রমে ভাঙ্গিয়া গেল যুবার স্বপন।
সম্ভ্রমে ব্যাকুল হয়ে মেলে দুনয়ন।—
চেয়ে দেখে, পড়ে আছে কুটীর-শয়নে,
কোথা দারা কোথা সুত, স্বপনের সনে
সে সকল হইয়াছে এবে অন্তর্দ্ধান ;
এখনো যথার্থ বলি হয় অনুমান।
কতক্ষণ পরে উঠে বাহিরেতে যায় ;
সেই ঘোর আন্দামান দেখিবারে পায়।
তরুণ তপন এবে বন মধ্য দিয়া ;
মৃদু মৃদু হাসিতেছে তাহাকে দেখিয়া,
মহা কোলাহলে পাখী ছাড়িয়া কুলায়,
তার কথা গাছে গাছে বলিয়া বেড়ায় ;
এতক্ষণে নিদ্রা হতে উঠেছে সাগর ;
অদূরেতে যত সব কারাবাসী নর,

কহে কথা নানামত ; দক্ষিণ পবন
সুশীতল করি তনু বহে অনুক্ষণ !
আনন্দে প্রকৃতি যেন হাসে মনোসুখে ;
তার মাঝে সুধু সেই অভাগার মুখে,
রাজ্যের বিষাদ যেন রহেছে বসিয়া !
বিরস বদনে যুবা ভাবে দাঁড়াইয়া।
বহুক্ষণ উর্দ্ধনেত্রে নিশ্বাস ছাড়িল,
মলিন কপোলে অশ্রু গলিতে লাগিল।
অবশেষে বলে—আর কেনরে নয়ন !
ফেল বৃথা অশ্রুধারা ? হতভাগ্য মন !
ভোলোরে পূর্ব্বের কথা, ভোলো পরিবার,
সাগরের পারে যেতে চাহিওনা আর ;
যাওরে দুরাশা তুমি মানস ছাড়িয়া,
আর কেন হৃদি মাঝে থাক লুকাইয়া !
সুখের স্বপন সব লওরে বিদায় ;
সংসার ! একাকী রাখি যাওরে আমায় !
এসরে শৃঙ্খল এস পরিরে চরণে !
তোমাকে এনিছি নিজে, তাড়াব কেমনে ?
থাকো থাকো আন্দামান ! লোহার পিঞ্জর
আর আমি বলিবনা , দুর্জ্জয় সাগর !
তোমাকেও শত্রু বোধ করিবনা আর।
দিবা শেষে মৃদু পদে নিকটে তোমার,
আসি সিন্ধু করিবনা বসিয়া রোদন ;
হওরে প্রস্তুত পৃষ্ঠ ! পেওনা বেদন

কারারক্ষী বেত্র যবে করিবে প্রহার ;
চির জীবনের দণ্ড সেইরে আমার !
সকল ভোলোরে মন ! পাপিষ্ঠ হৃদয়,
আর কেন ? বিভুপদ কররে আশ্রয় !
নরক যন্ত্রণা হতে পাইবে নিস্তার,
ভক্তি যদি সেই পদে থাকেরে তোমার
হৃদয় কলঙ্কী তুই কি হবে উপায়,
তাঁহার করুণা বিনা কে তারে তোমায়
যদি হরি কৃপা করি দেন পদে স্থান
তবে রে অনল কুণ্ড হইবে নির্ব্বাণ,
তাই বলি মন প্রাণ করি সমর্পণ
অদ্যাবধি পদে তার লওরে শরণ।

সম্পূর্ণ